দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক শাসন জারি করলেন প্রেসিডেন্ট

সারে-জমিন

মন্ত্রীর আশ্বাসে উঠে গেল আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

রূপসী বাংলা

সিরিয়া কি খণ্ড বিখণ্ড হতে যাচ্ছে

সম্পাদকীয়

পুনর্বাসন ও বৈদ্যুতিক সংযোগ না দেওয়ায় বিক্ষোভ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৪ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

২৮ বলে সেঞ্চুরির পর এবার ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করলেন উর্বিল প্যাটেল

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 327 ■ Daily APONZONE ■ 4 December 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আইআইটি, আইআইএমে মানা হচ্ছে না এসসি, এসটি, ওবিসি সংরক্ষণ

আপনজন ডেস্ক: দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওবিসি, এসসি এবং এসটি) এরদের জন্য সরকার বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ সত্ত্বেও মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এর ফ্যাকাল্টি পদগুলিতে সাধারণ শ্রেণির লোকদের আধিপত্য রয়েছে।
অল ইন্ডিয়া ওবিসি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সভাপতি গৌড় কিরণ কুমারের দায়ের করা তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আবেদনের জবাবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পৃথকভাবে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায় যে কমপক্ষে দুটি আইআইটি এবং তিনটি আইআইএম-এ ৯০% এরও বেশি ফ্যাকাল্টি পদ জেনারেল বিভাগের লোকেরা ধরে রেখেছেন। উপরন্তু, ছয়টি আইআইটি এবং চারটি আইআইএম-এ এই সংখ্যাটি ৮০-৯০% রয়েছে।

‘মুসলিমদের মৌলিক অধিকারের জন্য এই বিল গুরুতর হুমকি’

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার চেয়ে প্রস্তাব পাশ রাজ্য বিধানসভায়

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ধ্বনি ভোটে পাস হল। যদিও বিজেপি বিধায়করা এর বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করেন।
মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পেশ করা প্রস্তাবে দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাস হলে দেশের ওয়াকফ প্রশাসনকে প্রভাবিত করবে এবং তাই বিদ্যমান আইনে এ জাতীয় কোনও কঠোর পরিবর্তন প্রভাবিত হওয়ার আগে চরম সতর্কতা এবং যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োজন।
প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় বিজেপি সদস্যরা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই প্রস্তাবটি সভার মূল্যবান সময়ের অপচয়।
কারণ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলটি পরীক্ষা করার জন্য একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এর মেয়াদ ২০২৫ সালে সংসদের বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
জেপিসি, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের দু’জন বিরোধী সাংসদও রয়েছেন, তাদের রিপোর্ট জমা না দেওয়া পর্যন্ত এই বিল নিয়ে

কোনও মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি বলে দাবি করে শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বলেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি প্রচার করতেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।
কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতের বিরোধিতা করে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের প্রস্তাবের সমর্থনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই বিলে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল এবং স্টেট ওয়াকফ বোর্ডের গঠন সংশোধন করার বিধান রয়েছে, যাতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ন্যূনতম স্তরে নামিয়ে আনা যায়।
মন্ত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিলের বেশ কয়েকটি বিধান জনবিরোধী এবং কঠোর বলে মনে করা হচ্ছে, যা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকারের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করেছে। এটি নিঃসন্দেহে খুবই উদ্বেগের বিষয়।
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কোনও পরামর্শ না করেই আইনের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে।
শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, সংসদে বিল পেশের আগে রাজ্য ও ওয়াকফ বোর্ডের প্রতিনিধিদের মতামত মাথায় রাখা হয়েছিল।
বিলটি পাস করার জন্য সংসদে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র প্রয়োজনীয় সংখ্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলির মতবিরোধ সত্ত্বেও তিন তালাক, ৩৭০ ধারা বাতিল এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কিত বিলগুলি পাস হয়েছে।
বিজেপি নেতা আরও দাবি করেন যে মুসলিম অধিকারে কোনও হস্তক্ষেপ হয়নি এবং কেন্দ্র তাদের সুবিধার জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি ডিজিটাল করতে চায়।
সোমবার দু’দিনের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এই বিল মুসলিমদের টার্গেট করছে। বিল নিয়ে জেপিসির আলোচনায় বিরোধীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপির সমালোচনাও করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।
মুসলিমদের একঘরে করে কেন্দ্র ‘বিভাজনমূলক অ্যাজেন্ডা’ চাপিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় প্রকাশ করে বলেন, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিজেপি সংসদে এই বিল পাশ করাতে পারবে না।

উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে মাদ্রাসার প্যারা টিচাররা বাদ পড়লেন এসএসসির তালিকায়!

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে ২৭শে নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে 1st SLST ২০১৬-এর প্যারা টিচারদের জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসনে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকায় ১৮৭২ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে । তবে সেখানে রাজ্যের মাদ্রাসায় কর্মরত কোনো প্যারা শিক্ষকের নাম নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচাররা গত ২৮ শে নভেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি স্মারকলিপি জমা দেন।
বঞ্চিত মাদ্রাসার প্যারা টিচারদের দাবি, ‘আমরা সকলেই TET পাস, প্রশিক্ষিত প্রার্থী, ২০০৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্যারা শিক্ষক হিসাবে কাজ করছি। আমরা সকলেই 1st SLST (AT), 2016 উচ্চ প্রাথমিক স্তরে প্যারা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত । ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন স্কুলের উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য যে নির্দেশিকা রয়েছে সেখানে সমস্ত স্কুল এবং মাদ্রাসার সমস্ত প্যারা শিক্ষকদের জন্য সমান নিয়ম প্রযোজ্য। তাই মাদ্রাসার প্যারা টিচার এবং অন্যান্য স্কুলের প্যারা টিচারদের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো কারণ থাকতে পারে না । ২৭ শে নভেম্বর এসএসসির তরফে প্রকাশিত যোগ্যদের তালিকায় শুধুমাত্র মাদ্রাসার প্যারা শিক্ষকদের বাদ

দেওয়া বেআইনি, বৈষম্যমূলক ।’
এ দিন মাদ্রাসার প্যারা টিচার সাবিনা ইয়াসমিন, পলি বসাক, অভিজিৎ পাল, বর্বিতা কুন্ডুরা এসএসসির তরফে ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত যোগ্যদের তালিকায় বাতিল করে মাদ্রাসার প্যারা শিক্ষকদের নাম সম্বলিত নতুন তালিকা প্রকাশ জন্য অনুরোধ জানান।
সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের নেতা আবু সুফিয়ান পাইক। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিশেষ কোন মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর কথায়, ‘কে যোগ্য কে যোগ্য নয় বিষয়গুলি সরকারের থেকে জেনে নেওয়াই ভালো। কে থাকবে, কে বাদ যাবে, কি লজিক, কি সমস্যা, আরও কিছু যদি জানার থাকে সেগুলো সরকারের থেকে জেনে নিলে ভালো হয়।’

সিদ্ধার্থ মজুমদার
চেয়ারম্যান, স্কুল সার্ভিস কমিশন

‘কে যোগ্য কে যোগ্য নয় বিষয়গুলি সরকারের থেকে জেনে নেওয়াওয়াই ভালো। কে থাকবে, কে বাদ যাবে, কি লজিক, কি সমস্যা, আরও কিছু যদি জানার থাকে সেগুলো সরকারের থেকে জেনে নিলে ভালো হয়।’

দিল্লির জামা মসজিদে এএসআই সার্ভে চেয়ে চিঠি হিন্দু সেনার

আপনজন ডেস্ক: হিন্দু সেনার জাতীয় সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (এএসআই) মহাপরিচালককে দিল্লির জামা মসজিদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করে যোধপুর ও উদয়পুরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর মসজিদটি তৈরি করেছিলেন।
চিঠিতে বলা হয়েছে, জামা মসজিদ নির্মাণে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিছু মূর্তি হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগকে অসম্মান করার জন্য মসজিদের সিঁড়ির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল।
হিন্দু সেনার জাতীয় সভাপতি এএসআইকে ঘটনাস্থল তদন্তের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জামে মসজিদ নির্মাণের পেছনের সত্য উদঘাটন করা উচিত। তিনি দাবি করেছিলেন যে ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি এই তত্ত্বকে সমর্থন করে যে ঔরঙ্গজেবের ক্রিয়াকলাপের

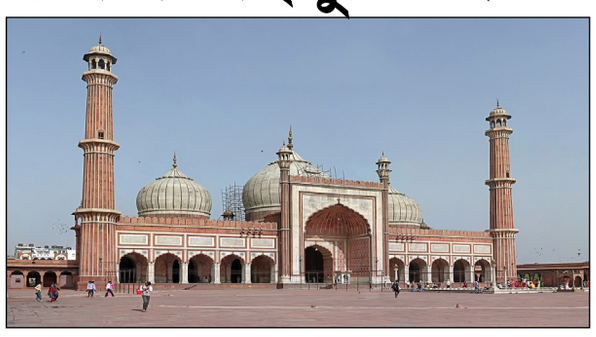

লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের অপমান করা এবং বর্তমান কাঠামোটি একসময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলির চিহ্ন লুকিয়ে রাখতে পারে। বিষ্ণু গুপ্ত জরিপের সময় পাওয়া যে কোনও দেহাবশেষ সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং মসজিদের সঠিক ইতিহাস প্রকাশের জন্য এই অনুসন্ধানগুলি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য জোর দিয়েছিলেন। এএসআই এখনও এই অনুরোধের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
জামে মসজিদ, যা মসজিদ-ই জাহান-নুমা নামেও পরিচিত, ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলির মধ্যে একটি। এটি ১৬৪৪ থেকে ১৬৫৬ সালের মধ্যে মুঘল সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এটি মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। মসজিদটি মূলত সাদা মার্বেল উচ্চারণ সহ লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত এবং এতে তিনটি বড় গেট, তিনটি গম্বুজ, চারটি টাওয়ার এবং দুটি মিনার রয়েছে।
জামে মসজিদের বিশাল প্রাঙ্গণে ২৫,০০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে ইসলাম তা সমর্থন করে না: তৃণমূল বিধায়ক

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রাফিকুর রহমান মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জোর দিয়ে বলেছেন,বাংলাদেশে যা ঘটছে তা ইসলাম সমর্থন করে না, যেখানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। প্রতিবেশী দেশে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে বলে দাবি করে তিনি বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রকে আইনি আশ্রয় নিতে হবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙার তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক রাফিকুর রহমান বিধানসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে একটি প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা ইসলাম সমর্থন করে না।
বিজেপির সমালোচনা করে তৃণমূলের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে গেরুয়া শিবির দ্বিচারিতা করছে। বিজেপি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং তারাও এই কারণে লড়াই করতে চায় বলে দাবি করে তিনি দাবি করেন যে গেরুয়া দলের “দ্বিমুখী” নীতি অনুসরণ করা উচিত নয় এবং অবশ্যই ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার বজায় রাখা নিশ্চিত করতে হবে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা, ৫০টি জেলায় দুই শতাধিক হামলার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ।

সম্ভলের পর শিব মন্দিরের দাবি যোগী রাজ্যের আরও এক মসজিদে

আপনজন ডেস্ক: সম্ভল মসজিদের পর উত্তরপ্রদেশের বদায়ুন জেলার আরও একটি মসজিদ এখন আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে। একটি হিন্দু সংগঠন দাবি করেছে, মুসলিম শাসকরা একটি শিব মন্দির ভেঙে মসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং এর মালিকানা চেয়ে জেলা আদালতে আবেদন করেছে। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের সিনিয়র ডিভিশনের সিভিল জজ অমিত কুমারের।
জামা মসজিদ ইন্তেজামিয়া কমিটির আইনজীবী আনোয়ার আলম মসজিদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং একটি শিব মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মিত হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়েছিল তা

বাতিল করার চেষ্টা করেন।
আগামী ১০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত। হিন্দু মহাসভার নেতা মুকেশ প্যাটেল দু’বছর আগে জেলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই যুক্তি দিয়ে যে নীলকণ্ঠ মন্দির ভেঙে জামা মসজিদ তৈরি হয়েছিল।
রাজ্য সরকারের আইনজীবী ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।
প্যাটেল দাবি করেছিলেন যে আজ যেখানে জামা মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটি নীলকণ্ঠ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তাঁর দাবি, মূর্তি রয়েছে, পুরনো স্তম্ভ রয়েছে।
প্যাটেল বলেছিলেন যে মুসলিম শাসকরা মন্দিরটি ভেঙে ফেলেছিল এবং ‘শিবলিঙ্গ’ ছুঁড়ে ফেলেছিল। কাছেই অন্য একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ বসিয়েছিলেন এক সাধু।
হিন্দু বাদীদের দাবি, দিল্লি সালতানাতের প্রথম বাদশাহকুতুব-উদ-দীন-আইবেকের আমলে নীলকণ্ঠ মন্দিরটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লিতে কুতুব মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শাহ সুফী সম্রাট,
ফার্সি ভাষার মহান কবি কুতুবুল এরশাদ, রসুলে নোমাপীর, সুফী সৈয়দ
ফতেহ আলী ওয়াসী (রঃ) এর ১৩৮তম ওফাৎ দিবস উপলক্ষে

ঐতিহাসিক ঈসালে সওয়াব

২৪/১, মুনশীপাড়া লেন, মানিকতলা, কলকাতা -৬

স্থান : ওয়াসীয়া দরবার শরীফ (মাজার শরীফ প্রাঙ্গন)
সময় : সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
তারিখ : বাং ১৯ ও ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
ইং-৫ ও ৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ (বৃহস্পতি ও শুক্রবার)

মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের স্মরণে মহতি রক্তদান শিবির,
স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান
তারিখ: ৫ই ডিসেম্বর ২০২৪, স্থান দরবার শরীফ

পরিচালনায়
হাজী রহিম বক্স ওয়াকফ এস্টেট কমিটি

উপস্থিত থাকবেন
জনাব ফিরহাদ হাকিম — পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী
পার্থ ভৌমিক— সাংসদ
সুজিত বসু— দমকল মন্ত্রী
আহমদ হাসান ইমরান—
চেয়ারম্যান, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন
তাপস চট্টোপাধ্যায় — বিধায়ক
তাপস রায় — ১৫ ওয়ার্ড সভাপতি
সুপ্তি পাণ্ডে— বিধায়ক মানিকতলা
ইসমত আরা হাকিম—বিশিষ্ট সমাজসেবী
শ্রেয়া পাণ্ডে—(বিশিষ্ট সমাজসেবী)
প্রিয়দর্শিনী হাকিম— (বিশিষ্ট সমাজসেবী)
শুক্লা ভড়—বেরো-১১, কলকাতা করপোরেশন

ঈসালে সওয়াবে সভাপতিত্ব করবেন
পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
পীরজাদা সানাউল্লহ সিদ্দিকী
99322 24893
সভাপতি
পীরজাদা আসেমবিল্লাহ সিদ্দিকী
9733742177
কার্যকারী সভাপতি
কুতুবউদ্দিন তরফদার
98304 27655
সম্পাদক
রজব আলি খান
9830035028

৬ ই ডিসেম্বর শুক্রবার ইসালে সওয়াবে উপস্থিত থাকবেন
১) জনাব ফিরহাদ হাকিম সাহেব-সহ বাংলা ও অসমের বিশিষ্ট পীর সাহেব ও পীরজাদাগণ ও বিখ্যাত আলেম-ওলেমাগণ উপস্থিত থাকবেন।

সমস্ত গাড়ি নারকেলডাঙা থেকে উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত খালধারে নিজ নিজ দ্বায়িত্বে রাখবেন।
বিঃ দ্রঃ- কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাইরের বিল ও যেকোন ব্যক্তি মারফৎ COLLECTION করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রথম নজর

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ইডি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মেডিকেল কলেজে এনআরআই কোটাতে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাই ই ডি। সেই রকম আজ সাতসকালে দেখা গেল বীরভূম জেলায় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ইডি হানা দিয়েছে। ইডি আধিকারীরা সকাল আটটা থেকে তল্লাশি শুরু করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্র বাহিনী জাওয়ান দের সঙ্গে নিয়ে ইডি আধিকারীরা বোলপুর মূলুকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে সকালে পৌঁছে যান। ইডি আধিকারীরা তদন্ত করে দেখছেন যে সেখানে এনআরআই কোটাতে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে কিনা। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩ ঘন্টার পর ইডি আধিকারীরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ থেকে বের হন এবং সঙ্গে বেশ কিছু নথিপত্র নিয়ে যান। ইডি আধিকারীরা সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে নারাজ। গাড়ি চেপে সোজা গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

জয়নগর থেকে রায়দিঘী রেল লাইন নিয়ে রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সুন্দরবনের একাধিক রেল বিষয়ক কাজ নিয়ে মঙ্গলবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে দেখা করলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। তিনি এদিন রেলমন্ত্রীর হাতে রেলমন্ত্রীর হাতে একাধিক বিষয়ের স্মারকলিপি তুলে দিয়ে বলেন,ভারতের তৎকালীন রেলমন্ত্রী বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পেশ করা বাজেটে জয়নগর থেকে রায়দিঘী পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজের পাশ করানোর পরেও সেই কাজ এখনো অতৌ জলে। তাই এই রেলপথ দ্রুত সম্প্রসারন, লক্ষীকান্তপুর থেকে নামখানা পর্যন্ত ডাবল লাইন চালু করা এবং মথুরাপুর থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চালানোর দাবিতে আমি ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে দেখা করে স্মারক লিপি তুলে দিই। উনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

আলংগিরি এস বি আই ব্রাঞ্চের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● এগরা

আপনজন: সঠিক পরিষেবার দাবীতে আলংগিরি এস বি আই শাখার গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ নং ব্লকের আলংগিরি ব্রাঞ্চে।এলাকাবাসীর অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরে এই ব্রাঞ্চের গ্রাহকদের সঠিক পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। লোনের আবেদন করলে লোন পাস হয়ে যাওয়ার পরেও নানা অজুহাত দেখিয়ে কাজ গুলি ফেলে রাখা হয়।গ্রাহকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন ব্যাংক কর্মীরা। কাজ হবেনা বলে দিনের পর দিন ঘোরানো হয় গ্রাহকদের।সেই ঘটনায় বাধ্য হয়ে ব্যাংকের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় স্থানীয় গ্রাহকেরা।ব্যাংকের সামনে সঠিক পরিষেবার দাবীতে স্লোগান দিতে থাকেন গ্রাহকেরা।ঘটনার খবর পেয়ে এগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন।কিন্তু কোনোভাবেই তালা খুলতে রাজি হয়নি।বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকাবাসী।যতক্ষণ না ব্যাংক কতৃপক্ষ সঠিক পরিষেবা না দিবে ততক্ষন ব্যাংক বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন গ্রহকরা।তবে ব্যাংক কতৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে।

কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ চুঁচুড়া পৌরসভায়

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন প্রদান না করার অভিযোগে শুরু হওয়া আন্দোলন পৌরসভার কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে স্থবির করে দিয়েছে। অস্থায়ী কর্মীরা জানান, তাদের দু-তিন মাস ধরে বেতন বকেয়া রয়েছে, যা নিয়ে তারা বারবার পৌর প্রধানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো সমাধান না পাওয়ায় তারা কর্মবিরতির পাশাপাশি বিক্ষোভের পথ বেছে নিয়েছেন।
বিক্ষোভকারী কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা জরুরি পরিষেবা যেমন জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসেবা চালু রেখেছেন।
তবে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যদি বকেয়া বেতন দ্রুত মেটানো না হয়, তাহলে আগামী দিনে তারা জরুরি পরিষেবাও বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। এই পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। পৌরসভার কাজ যেমন জন্ম নিবন্ধন, জমির মিউটেশন, ট্যাক্স প্রদান, এবং অন্যান্য পরিষেবা নিতে আসা মানুষকে খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে। অনেকেই নিজেদের জরুরি কাজ করতে না পেরে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
পৌরসভার প্রধান অমিত রায় জানান, পৌরসভার আয়ের মূল উৎস হলো সাধারণ মানুষের ট্যাক্স ও অন্যান্য ফি জমা দেওয়া। তিনি বলেন, "পৌরসভার এই আয় থেকেই কর্মীদের বেতন প্রদান করা হয়। কিন্তু কর্মবিরতির কারণে পৌরসভায় মানুষ আসছেন না, যার ফলে আয় ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে কর্মীদের বেতন দেওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠবে।"
অমিত রায় আরও বলেন, কর্মীরা যদি শীঘ্রই আন্দোলন বন্ধ না করেন এবং পরিষেবা চালু না করেন, তবে ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। পৌরসভার এই অচলাবস্থা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করছে, তেমনি কর্মীদের আর্থিক সমস্যাকেও বাড়িয়ে তুলছে। উভয়পক্ষের এই অচলাবস্থা নিরসনে একটি সমঝোতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পৌরসভার আর্থিক সংকট ও কর্মীদের দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য প্রশাসন এবং কর্মীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধান বের করা প্রয়োজন।

মন্ত্রীর কথায় আশ্বাস পেয়ে উঠে গেল আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

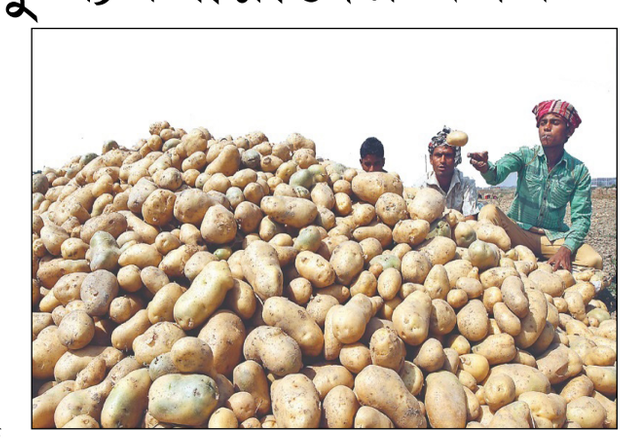

আপনজন: অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় সোমবার মধ্যরাত থেকে ধর্মঘট শুরু করেছিল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। জটিলতা রুখতে বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সেই বৈঠকের শেষে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। তারা জানান আপাতত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র মিলেছে। তাই তারা বুধবার থেকে পুনরায় হিমঘর থেকে আলু সাপ্লাই শুরু করবেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাজারে আলুর সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে জটিলতা জেনে সোমবার মধ্য রাত থেকে ধর্মঘট ডেকেছিল প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। সোমবার খাদ্য ভবনে হিমঘর মালিক সংগঠন আলু ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসে ছিলেন রাজ্যে কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিন ঘন্টা ধরে ওই বৈঠক চলার পর ব্যবসায়ীরা সমাধান সূত্র খুঁজে পান। কিন্তু সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘটের দরুন হিমঘরের মালিকরা মঙ্গলবার সকাল থেকে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাতের বিভিন্ন বাজারে আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছিল। পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ লাইন বাজার স্টেশন বাজার নীলপুর বাজার সব জায়গায় খোলা বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হয়েছিল ৩৬ টাকা কিলো দরে। চন্দ্রমুখি আলুর দর গোটা রাজ্যে ৪০ টাকা কিলো দরে পৌঁছে গিয়েছে। আলুর যোগান কম থাকায় দাম বৃদ্ধি বলে জানিয়েছিল ব্যবসায়ীরা। ধর্মঘট শুরু হয় প্রতি বস্তায় ২০০ টাকা করে বেশি আলো কিনতে হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। তাই স্বাভাবিক বাজারেও মঙ্গলবার সকাল থেকে আলুর দাম বেড়ে যায়। যদিও মঙ্গলবার দুপুরে বিধানসভার বাইরে বেচারাম মান্না জানিয়েছিলেন সরকার আলোর যোগান ঠিক রাখার কাজ করছে। টানা বৃষ্টির জন্য আলু চাষ ১৫ দিন পিছিয়ে গিয়েছে। যে নতুন আলু ডিসেম্বরে ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে বাজারে আসার কথা ছিল, তা পেতে জানুয়ারি মাস হয়ে যাবে। তাই পুরনো আলুর ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে আপাতত। আমাদের রাজ্যে এখন যে আলু আছে তা আগামী ৪৫ দিন পর্যন্ত যোগান দেবে ।তাই এই পরিস্থিতিতে বাইরে আলু যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। এমত পরিস্থিতিতে খাদ্য ভবনে তিন ঘন্টার বৈঠক ও বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বেচারহাটে আলু ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর ঠিক হয় বুধবার থেকে সমস্ত হিমঘর খুলে যাবে। বাজারে আলু সরবরাহ আগের মতই হবে। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের ধর্মঘটের দরুন সমস্যা হচ্ছিল। সেই কথা চিন্তা করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

রাস্তা বেহাল, ভারী যানবাহন চলার কারণে প্রাণ ওষ্ঠাগত এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: শান্তিপুর গোবিন্দপুর এলাকার জাতীয় সড়কের বেহাল দশা দীর্ঘদিনের! এ বিষয়ে কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের।সদ্য প্রস্তুত হওয়া ঝাঁ চকচকে ১২ নম্বর দিয়ে যাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গার বদলেই পাড়ার মধ্যে দিয়েই লোকাল এবং দূরপাল্লা বাসের রেষারেষি, ভারি ভারি ডাম্পার বালি সিমেন্ট খোয়ার গাড়ি নিত্য অহরহ।হাইস্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনওয়াড়ি রেশনে আশা মানুষজন বিপদগ্রস্ত! স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুফল। তাই দুর্ঘটনায় প্রাণ যাওয়ার আগেইএলাকাবাসীদের বড় গাড়ি না ঢুকতে দেওয়ার প্রতিবাদ গোবিন্দপুর কায়স্থ পাড়া সংলগ্ন এলাকায়। এলাকাবাসীরা একটি গার্ড রেল দিয়ে সকাল থেকে শুরু করেছেন দূরপাল্লার বাস লোকাল বাস এবং বড় ডাম্পার কিংবা ভারী ভারী যান চলাচল যাতায়াত বন্ধের ব্যবস্থা। তাদের দাবি, আগে এটা সাধারণ একটি পাড়ার রাস্তা ছিলো। কিছুটা দূরেই গোবিন্দপুর বাজারে মিলিত হয়েছে সদ্য প্রস্তুত হওয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। অথচ সামান্য এইটুকু রাস্তা তারা না গিয়ে পাড়ার এই রাস্তার উপর দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত শুরু করেছেন। মৌখিকভাবে এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধি পুলিশ প্রশাসন এমনকি বাস ড্রাইভারদের বলেও মেলে নি সুফল। গলায় দড়ি বটতলা থেকে রেললাইন টপকে এই রাস্তা তে সুবিশাল ওই বাস লরি আশাও যথেষ্ট বিপদজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবাধে চলছে যাতায়াত।
তবে এ প্রসঙ্গে বাবলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন ঘোষও এলাকাবাসীদের দাবির সাথে একমত।তিনি বলেন এ বিষয়ে বহুবার প্রশাসনিক মহলে জানিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক ভয়ানক পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে ওই রাস্তা সরালেই এখান থেকে এই বিপদজনক যাতায়াত অনেকটাই কমে যাবে। তবে এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন এভাবেই তারা সারাদিন নিয়ম করে ভারি ভারী যানবাহন এবং বাস চলাচল বন্ধ করবেন। তবে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

দুর্নীতির অভিযোগে স্কুলে তালা বন্দি প্রধান শিক্ষক, বিডিও আসায় উদ্ধার

সরবত আলি মণ্ডল ● স্বরূপনগর

আপনজন: ৩ রা ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ পালিত বিগত ১০ থেকে ১২ বছরের বিদ্যালয়ের উন্নয়ন মূলক টাকা খরচ না করে নিজে আত্মসাৎ করার অভিযোগে গোবিন্দপুর গ্রামের ওই বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও অভিভাবিকারা শিক্ষক সন্দীপ পালিত ও সুশান্ত কুমার রায়কে বিদ্যালয়ের অফিস গৃহে তালা বন্দী করে রাখেন।
খবর পেয়ে স্বরূপনগর ব্লকের পি. সি. অফিসার, ও.সি এবং বিডিও এসে তালা বন্দি থেকে মুক্ত করে।
এলাকার মানুষের অভিযোগ দীর্ঘ ১০-১২ বছর কোনো শনিবার মিডডে মিলের খাবার দেওয়া হয় না। প্রতিদিনের মিড ডে মিলের কোন রুটিন নেই। মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হয়নি নিম্নমানের। পায়খানা, প্রসাবখানা নোংরা, টিউবওয়েল নেই, সব কিছু অপরিষ্কার থাকায় স্বাস্থ্যবিধি মতে ছেলেমেয়েদের যাওয়া মুশকিল। স্কুলের মধ্যে কোন জলের কল নেই।
একটা জলের ট্যাংক আছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনদিন জল পড়েনি। এই বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক সুশান্ত কুমার রায় তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক বুকে সই করে দিতেন। বিদ্যালয়ে খাতায় ২৭৯ জন ছাত্রছাত্রী। অথচ ব্যবস্থা খুব নিম্নমানের। শিক্ষক নয় জন তার মধ্যে দুজন ট্রেনিংয়ে আছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুরাইয়া পারভিন বলেন, "ইলেকট্রিসিটি বিল, বাচ্চাদের ভর্তি ফিস,টিসি চার্জ সবকিছু জন্য উনি টাকা নেন এবং সেই হিসেব কাউকে দেন না। স্কুলের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভাব। বাম আমলে যে বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল আজও সেটা দাঁড়িয়ে আছে অথচ প্রতি বছর যে টাকা আসে বিদ্যালয়ের সরকারি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সে টাকার একটি টাকাও খরচ করেননি সন্দীপ পালিত।
এই নিয়ে অভিভাবকরা শিক্ষা দপ্তরের সমস্ত অফিসে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন কিন্তু আজও পর্যন্ত তার কোন উত্তর আসেনি। ভিডিও আশা দিয়ে গেছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয় একটি কল বসবে, মিড ডে মিলের প্রতিদিনের রুটিন তালিকা তৈরি থাকবে। আর গণস্বাক্ষরিত বিভিন্ন শিক্ষা দফতরের অফিসে আবেদনপত্র গ্রামবাসীরা জমা দিয়েছেন। তিনজনের একটি কমিটি তৈরি হয়েছে সেটা যতদিন না আসবে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে বিডিও সাহেব জানান। এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তি হবে তা পরে জানানো হবে বলে বিডিও সাহেব জানান।

লক্ষ্মণ শেঠের বাড়িতে গেলেন ইডি আধিকারিকরা, তল্লাশি 'আই কেয়ার'-এ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি হলদিয়াতেও চলে ইডির তল্লাশি। মঙ্গলবার সকালে প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিক লক্ষ্মণ শেঠের বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডি আধিকারিকরা।'অঙ্গীকার' নামের সেই বাড়িতেই এদিন ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ।স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় এই তল্লাশি চালানো হয়।শুধু তাঁর বাড়িতেই নয়,তাঁর তৈরি করা বেসরকারি হাসপাতাল 'আই কেয়ার'-এও তল্লাশি চালানো হয়। ডাক্তারিতে এনআরআই কোটা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ইডি-র কাছে সেই অভিযোগ জমা পড়ার পর শুরু হয় তদন্ত। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এদিন রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি হয়।রাজ্যের একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে এই অভিযোগের তালিকায়।তার মধ্যে অন্যতম লক্ষ্মণ শেঠের কলেজ।বাম আমলে সিপিএম-এর দাপুটে নেতা ছিলেন লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ। হলদিয়া জুড়ে তাঁর দাপটের কথা শোনা যেত।বাম জমানা শেষ হওয়ার পর দলবদল করেন তিনি।বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ।তবে,বছর ৭৯-এর লক্ষ্মণ শেঠকে এখন আর সেভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। হলদিয়া মেডিক্যাল কলেজের তরফ থেকে একটি বড় ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার তার উদ্বোধনে বেলজিয়ামের ফুটবল কোচ ফিলিপ ইন্ডি রাইডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল,২০টি মেডিক্যাল কলেজের ফুটবল টিম সেই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে।বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে পাবে ১ লক্ষ টাকা।সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার কথা ছিল লক্ষ্মণ শেঠের।

সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কুলি সড়কে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মঙ্গলবার সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কুলিকান্দি রাজ্য সড়কে বড়ঞা থানার কুলি এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। স্থানীয় সূত্রে খবর, সকাল ৬ টা নাগাদ বদুয়া বাসস্টপ সন্নিকট দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কান্দির দিক থেকে ইট বোঝাই ৪০৭ গাড়িটি পাশাপাশি আসছিল সাইকেল আরোহীর । সাইকেল আরোহী কে পিছন থেকে ধাক্কায় মেরে আরোহীই পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় ৪০৭ গাড়িটি পা পিষ্ট করে চলে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বহরমপুর মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ৬৬ বছরের নূরিমান শেখ কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার তার বাড়ি বড়ঞা থানার কুমরাই গ্রামে বলে জানা গেছে।

কাহিনগরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

আজিম শেখ ● মুরারই

আপনজন: ৩রা ডিসেম্বর মুরাইয়ের কাহিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস।এই প্রতিবন্ধী দিবসে ৫০ জন প্রতিবন্ধীর হাতে তুলে দেওয়া হল সার্টিফিকেট ও বেশ কিছু হুইলচেয়ার।
এই সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুরারই ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ চাঁদ সুলতানা, ধাঙ্গর পাড়া এস এস কে স্কুলের শিক্ষক মহাশয় হাসনে জামান নূরে নবী, কালিনগর দিশারী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মোঃ আব্দুল হাফিজ, পলসা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিমা মন্ডল, আনসার উদ্দিন খান, নিতাই সংঘ ও মুকিব উদ্দিন শেখ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আবাস সার্ভে ঘিরে সংঘর্ষে আহত ১২

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: আবাস যোজনার তালিকায় উপযুক্ত প্রাপকরা বঞ্চিত। পাকা বাড়ি তথা বিত্তশালী ব্যক্তিরা এটাকে বিভিন্ন ভাবে কুক্ষিগত করে নিচ্ছেন বলে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রশমিত হচ্ছে। এনিয়ে শাসক বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিডিও র নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে ডেপুটেশন প্রদান করাও হচ্ছে। তবে এবার আবাস যোজনার সার্ভেকে কেন্দ্র করে কোদ শাসকদলের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষে জখম হয়েছে প্রায় বারোজন। পাশাপাশি ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং পুলিশের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।ঘটনাটি বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের মহুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুমরপুর গ্রামে।ঘটনায় আহতদের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাছাড়া ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে আটক করেছে মুরারই থানার পুলিশ।
জানা যায় যে,বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি প্রাপকদের নামের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি ও দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যার অনুগামীদের সংঘর্ষ বাঁধে ।
সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মিলিয়ে প্রায় ১২ জন জখম অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পঞ্চায়েত সদস্যার অনুগামীদের অভিযোগ বুথ সভাপতির অঙ্গুলী হেলনে বিডিও সাহেব পরিচালিত হচ্ছেন।নাম থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বাড়ি সার্ভে করছেন না। অন্যদিকে বুথ সভাপতি অনুগামীদের বক্তব্য সকলেই তৃনমূল দল করি। তবে পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সদ্য তৃনমূলে যোগদান করে। যদিও উভয় পক্ষের বক্তব্য সত্যিকারের প্রাপকরা যেন আবাস যোজনার বাড়ি থেকে বঞ্চিত না হন তা দেখা। তবে এখানেও আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দিয়ে নিজের নিজের পায়ের তলায় মাটি শক্ত করতে মরিয়া বলে স্থানীয়দের মধ্যে গুঞ্জন।

নাবালিকা ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত যুবক

এ এ আনসারী ● মেমারি

আপনজন: দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে নাবালিকা বালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার মেমারি যুবক। ধৃতের নাম উত্তম সরকার (৩৪)।
নাবালিকা বালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে মেমারি থানার পুলিশ অভিযুক্ত উত্তম সরকারকে গ্রেপ্তার করে। পক্সো আইনে মামলা রুজু করে ধৃত উত্তম সরকারকে মঙ্গলবার সকালে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, মেমারির মহেশডাঙ্গা ক্যাম্প দক্ষিণপাড় নিবাসী উত্তম সরকার ১২ বছর ৭ মাস বয়সের বালিকাকে আর্থিক দূরাবস্থার সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করে। ২ বছর আগে নাবালিকার মা মারা যায়। পরিবারে দিনমজুর বাবা ও একটি ছোট ভাই। গত অক্টোবর মাসে মাতৃহীনা বালিকার বাবার পা ভেঙে যায়। পড়াশুনোর সাথে সাথে সংসার চালানোর দায়ভার পরে নাবালিকার উপর। পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, রুজিরোজগার কিছুই ছিল না। পূর্ব পরিচিত হওয়ায় উত্তম সরকারে নাবালিকার বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া, ওষুধের খরচ সহ বিভিন্ন ভাবে নাবালিকার বাবাকে সাহায্য করত এই সময়। কিন্তু ধৃত উত্তম সরকার দারিদ্রতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নাবালিকাকে বাড়িতে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এমনকি বিষয়টি কাউকে জানলে ফল ভালো হবে না বলে। নাবালিকা ভয়ে ও অসহায় হয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু প্রতিবেশীরা ব্যাপারটি জানতে পেরে সোমবার রাতে ধৃত উত্তম সরকারকে এলাকায় ব্যপক মারধোর করে।
মেমারি থানায় গণপ্রহারের ঘটনার খবর গেলে পুলিশ এসে ধৃত উত্তম সরকারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ও প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর থানায় নিয়ে আসে। নাবালিকা বালিকার বাবা সোমবার রাতেই মেমারি থানায় ধর্ষনের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তদন্তের পর উত্তম সরকারকে পক্সো আইনে গ্রেপ্তার করে।

প্রথম নজর

মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন দিচ্ছে ইসরাইল: ইরান

আপনজন ডেস্ক: কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথে ফোনালাপের সময় ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, ইসলামী দেশগুলোতে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর পেছনে ইসরাইলের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, তারা এ এলাকাগুলোকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

ইরানের প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে, উত্তর সিরিয়ায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সক্রিয়তা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, পেজেশকিয়ান বলেছিলেন যে, '(মধ্যপ্রাচ্য) অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদের বিস্তার কোনও দেশের স্বার্থে কাজ করে না এবং এই অঞ্চলের সমস্ত জাতির এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা উচিত।'

পেজেশকিয়ান ইসলামিক বিশ্বে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তারে ইহুদিবাদী শাসনের ভূমিকার ওপরও জোর দিয়েছেন। কাতারের আমির উল্লেখ করেছেন যে, 'সিরিয়ার পরিস্থিতি আবারও প্রমাণ করে যে সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা কেবলমাত্র আলোচনা এবং রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।' দোহা 'সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত', তিনি উল্লেখ করেন।

গত ২৭ নভেম্বর সকালে, জাভাত আল-নুসরা চরমপন্থী গোষ্ঠী (রাশিয়ায় নিষিদ্ধ) উত্তর সিরিয়ার একটি বিস্তৃত ফ্রন্টে একটি বড় আকারের আক্রমণ শুরু করে। সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী কমান্ডের একটি বিবৃতি অনুসারে, তারা সিরিয়ার সেনাবাহিনী এবং সামরিক স্থাপনাগুলির সুরক্ষার অধীনে গ্রাম এবং শহরগুলিতে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল, সরকারী বাহিনীর তাদের অবস্থানে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।

সম্পর্ক গভীর করছে ফ্রান্স ও সউদি আরব

আপনজন ডেস্ক: ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ এবং সউদী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান সোমবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে গভীর করার লক্ষ্যে এবং মধ্যপ্রাচ্যে লেবানন সহ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত কমানোর লক্ষ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্বাক্ষর করেছেন। পাশাপাশি, দুই নেতা লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ফরাসি নেতা সোমবার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সউদী আরবে পৌঁছেছেন ঠিক যখন রাজনৈতিক সংকট ফ্রান্স সরকারকে পতনের হুমকি দিচ্ছে। তেল-সমৃদ্ধ উপসাগরীয় রাজ্যের ডি ফ্যাক্টো শাসক প্রিন্স মোহাম্মদের সাথে বৈঠকের পর, ম্যাখোঁর অফিস 'দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, শক্তির স্থানান্তর, সংস্কৃতি, গতিশীলতা'র বিষয়ে সহযোগিতার উন্নতির লক্ষ্যে একটি নতুন অংশীদারিত্বে স্বাক্ষর করার ঘোষণা দিয়েছে।

দুই নেতা ইসরাইল ও লেবাননের মধ্যে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতিকে একীভূত করতে সহায়তা সহ 'এ অঞ্চলে উত্তেজনা হ্রাসে অবদান রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে সম্মত হন'। 'একইসাথে, তারা লেবাননের জনগণকে একত্রিত করার লক্ষ্যে এবং দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করার লক্ষ্যে লেবাননে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে,' ম্যাখোঁর কার্যালয় থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

ফ্রান্সের তিন মাসেরও কম বয়সী সংখ্যালঘু সরকার আগামী দিনে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা মুখোমুখি হওয়ায় মধ্যেই ম্যাখোঁর সফর শুরু হয়েছিল। একই সময়ে সিরিয়াতেও সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সরকার বিরোধী বিদ্রোহীরা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো দখল করেছে।

সিরিয়ার প্রতিবেশী লেবাননেও ফ্রান্স একটি যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা অনুসরণ করে, যেখানে ইসরাইল হিজবুল্লাহর সাথে লড়াই করছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক শাসন জারি করলেন প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ভাষণে ইউন সুক-ইওল বলেন, 'উদারপন্থী দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট বাহিনীর হুমকি থেকে সুরক্ষা দিতে এবং রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন শক্তি উৎখাত করতে, আমি জরুরি ভিত্তিতে সামরিক আইন জারি করছি।'

'বিধ্বংসী ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আগ্রাসনের মুখে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং মানুষের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না'-যোগ করেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতাসীন পিপল পাওয়ার পার্টির শীর্ষ নেতা হান ডং-হুন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছেন। তিনি সামরিক আইন জারির ঘোষণাকে 'ভুল' আখ্যা দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন।

এদিকে প্রেসিডেন্টের সামরিক শাসন জারির পর জরুরী বৈঠক ডেকেছে অন্যতম বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিরোধী দল নিয়ন্ত্রিত সংসদে নিজেদের এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করতে বাঁধার সম্মুখীন হন ইউন সুক-ইওল।

আসাদকে সহায়তায় সিরিয়ায় ইরাকি যোদ্ধারা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার সেনাবাহিনী এবং মিত্র বাহিনী আজ মঙ্গলবার দেইর আল জোর প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় গ্রামে সিরিয়ান বিদ্রোহীদের কবলে পড়েছে। সিরিয়ার বার্তা সংস্থা সানা এ তথ্য জানিয়েছে। এদিকে সিরিয়ায় প্রবেশ করেছে ইরান-সমর্থিত ইরাকি যোদ্ধারা। তারা উত্তর সিরিয়ার ফ্রন্টলাইনে লড়াইরত দুর্বল সিরীয় সেনাদের সহায়তায় এগিয়ে যাচ্ছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লড়াইয়ে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সহায়তা করতে ইরাকি যোদ্ধারা সিরিয়ায় ঢুকেছে। সিরিয়া ও ইরাকের কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স। ইরাকের দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে বদর এবং নুজাবা গোষ্ঠীর অন্তত ৩০০ যোদ্ধা গত রবিবার রাতে সীমান্ত ক্রসিং এড়িয়ে ট্রাকে করে সিরিয়ায় প্রবেশ করেছে।

সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'উত্তরের সম্মুখসারিতে আমাদের যোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য নতুন করে ইরাকি যোদ্ধাদের পাঠানো হচ্ছে। বিমান হামলা এড়াতে এই যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সিরিয়ায় পৌঁছেছে।' তবে আলেপ্পো নিয়ে এখনও নিশ্চুপ লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

সিরিয়ায় নতুন করে গৃহযুদ্ধের কারণ কী?

এক সময় আল কায়দার অংশ ছিল এইচটিএস নামক জঙ্গি সংগঠন। তারাই নতুন করে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে।

হায়াত তাহিরির আল-শাম, সংক্ষেপে এইচটিএস।

তুরস্কের মদতপুষ্ট এই সংগঠনই গত এক সপ্তাহ ধরে সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরো বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ইসলামি সংগঠন। তবে নেতৃত্ব দিচ্ছে এইচটিএস। গত শুক্রবার তারা সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো দখল করে নিয়েছে।

আশপাশের একাধিক গ্রামও এখন তাদের দখলে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হামা শহরটি দখলে নেওয়া।

সিরিয়ারযুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন নানার হাওয়াচ। কীভাবে গৃহযুদ্ধ শেষ করা যায়, তা নিয়েও কাজ করছেন তিনি।

ডয়চে ভেলেকে নানার জানিয়েছেন, রবিবার হামা শহরে বাশার আসাদের সরকার বিরাট সেনা বাহিনী পাঠিয়েছে।

এইচটিএস-কে তারা চাপ দিয়ে উত্তরের দিকে খানিকটা সরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু নানারের আশঙ্কা, এইচটিএস এতে থামবে না। আগামী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে আবার গোটা সিরিয়াজুড়ে প্রবল গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করছেন এই গবেষক।

তিনি জানান, এইচটিএস-এর পিছনে যেহেতু তুরস্কের হাত আছে, তারা যথেষ্ট শক্তি নিয়েই আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।

এর আগেও হামা গৃহযুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ২০১১ সালে গণতন্ত্রপন্থি গোষ্ঠীগুলি সিরিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল। প্রাথমিকভাবে তারা খানিকটা অগ্রসরও হতে পেরেছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে হামায় আসাদ সরকার বিপুল পরিমাণ সেনা মোতায়েন করে। শুরু হয় প্রবল গৃহযুদ্ধ। আসাদ সরকার বিদ্রোহীদের দমন করতে সমর্থ হয়। সে সময় আসাদ সরকারকে সবরকমভাবে সাহায্য করেছিল ইরান এবং রাশিয়া। তারা এখনো আসাদ সরকারের বন্ধু।

লড়াইয়ের নতুন মুখ

একসময় আল কায়দার অংশ ছিল এইচটিএস। পরবর্তীকালে তারা আলাদা হয়ে যায়। ২০১৮ সালে অ্যামেরিকা এই সংগঠনকে জঙ্গি সংগঠন বলে চিহ্নিত করে।

সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বিশেষ করে ইডলিব এলাকা এখন এইচটিএস-এর দখলে। প্রায় ৪০ লাখ উদ্বাস্তু সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইডলিবে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এইচটিএস তাদেরও ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

তবে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে কেবল এইচটিএস লড়ছে না। তুরস্কের ছত্রছায়ায় থাকা সিরিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা এসএনএ-এর একটি অংশও লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার কুর্দ অধ্যুষিত অঞ্চলে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে।

তুরস্ক বরাবরই আসাদ সরকারের বিরোধী। সিরিয়ার সঙ্গে তাদের বিরাট সীমান্ত। তবে আসাদ সরকারের পাশাপাশি কুর্দ যোদ্ধাদেরও তুরস্ক জঙ্গি সংগঠন বলে মনে করে। এবং দীর্ঘদিন ধরেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে তুরস্ক।

বিশ্বজুড়ে ধর্মঘট পালন অ্যামাজন কর্মীদের

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজনের কর্মীরা ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে ধর্মঘট পালন করছে। তাদের এমন প্রতিবাদ আন্দোলনকে 'মেক অ্যামাজন পে' নামে আখ্যায়িত করেছে শ্রমিক অধিকার সংস্থা ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন। সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধর্মঘটের পাশাপাশি অ্যামাজনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০টিরও বেশি দেশে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে- শ্রমিক নিপীড়ন, পরিবেশ দূষণ এবং গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি। বিক্ষোভকারীরা অ্যামাজনের কাছ থেকে বেতন বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতির দাবি জানাচ্ছে। এদিকে, অ্যামাজন এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারীদের 'অপপ্রচারকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তারা দাবি করেছে, তাদের কর্মপরিবেশ আধুনিক এবং নিরাপদ। কোম্পানি জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী ১.৫ মিলিয়নের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর গুদাম দুর্ঘটনার ৫০ শতাংশ অ্যামাজনের কর্মক্ষেত্রে ঘটেছে।

২০২০ সালে শুরু হয় 'মেক অ্যামাজন পে' আন্দোলন। এটির লক্ষ্য হলো অ্যামাজনকে তার কর্মচারী, পরিবেশ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করতে বাধ্য করা। ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন এবং প্রগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ৩০টির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের দলগুলো অংশ নিয়েছে এবারের ধর্মঘটে।

কানাডাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য করা হবে, হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

আপনজন ডেস্ক: আগামী জানুয়ারিতেই ফের যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভোটে জিতেই অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক পাচারের জন্য কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এতেই থামার পাত্র নন তিনি। এবার ট্রুডেকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করলেন, অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক পাচারের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে বৈঠকের সময় এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। তবে, দুই শীর্ষনেতার বৈঠকে নেহাতই মজার ছলে এ মন্তব্য বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, গত সপ্তাহে ফ্লোরিডায় মার-এ-লাগো বাসভবনে আলোচনা চলাকালীনই ট্রাম্প ট্রুডোকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে- যদি সীমান্ত পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসন কমাতে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে কানাডা ব্যর্থ হয়, তাহলে আসন্ন ২০ জানুয়ারি তার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অভিষেকের দিন থেকেই সব কানাডিয়ানের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

এর পাল্টা ট্রুডো ট্রাম্পকে জানান, ওই ধরনের পদক্ষেপ কানাডার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে পারে। যার জবাবে ট্রাম্প সাফ দাবি করেন, কানাডাকে নেহাত ৫১তম মার্কিন অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে পারে। ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, তখন ট্রাম্পের মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোসহ কানাডার প্রতিনিধিদলের অনেকেই হেসে উঠেছিলেন। সেই সময় বৈঠকে হাজির একজন মজা করে জানান, যদি এটি ঘটে তবে কানাডা একটি গভীর-নীল রাজ্যে পরিণত হবে যা সম্ভবত উদারপন্থি এবং বামপন্থিদের নির্বাচন করবে। এর পরিবর্তে ট্রাম্প কানাডাকে দু'টি রাজ্যে ভাগের পরামর্শ দেন। যার একটি হবে উদারপন্থী এবং অন্যটি রক্ষণশীল। এছাড়াও ট্রাম্পের প্রস্তাব, মার্কিন নতুন অঙ্গরাজ্যের গর্ভনর হতে পারেন জাস্টিন ট্রুডো। ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও ট্রাম্পের মধ্যে প্রায় ঘন্টা তিনেক বৈঠক হয়েছে। সেখানেই ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক চোরাচালানের কারণে কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে আমদানিকৃত সবপণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভিয়েতনামী ব্যবসায়ী ট্রুং মাই লানের মৃত্যুদণ্ডের আপিল খারিজ

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ভিয়েতনামের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ট্রুং মাই লান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যাংক জালিয়াতির জন্য মৃত্যুদণ্ডের আপিল হারিয়েছেন। তিনি সাইগন কমার্শিয়াল ব্যাংককে দীর্ঘ ১০ বছর গোপনে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং শেল কোম্পানির মাধ্যমে ৪৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ উত্তোলন করেছেন। তার বিরুদ্ধে ২৭ বিলিয়ন ডলার অপব্যবহার এবং ১২ বিলিয়ন ডলার চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দেয়া হয়েছিল। ট্রুং মাই লান যদি ৭৫% অর্থ, অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে পারেন, তবে তার মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে তাকে আজীবন কারাদণ্ডে পরিণত করা হবে। তবে, সম্প্রতি আদালত তার মৃত্যুদণ্ডের আপিল খারিজ করে দিয়েছে।তবে, তিনি এখনও রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার আবেদন করতে পারেন। ট্রুং মাই লান ১৯৫৬ সালে সাইগন শহরে একটি চিনা-ভিয়েতনামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি তার মা'এর সাথে কসমেটিকস বিক্রি শুরু করেন এবং পরে ১৯৮৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করার পর ভূমি এবং সম্পত্তি কেনার মাধ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। তিনি আজীবন ভিয়েতনামের অন্যতম বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, ভ্যান থিন ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার বিরুদ্ধে মোট ৮৫ জন আসামি ছিলেন, যার মধ্যে ৪ জন আজীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন, এবং অন্যান্যরা ২০ থেকে ৩ বছরের কারাদণ্ড বা স্থগিত দণ্ড পান। সাইগন কমার্শিয়াল ব্যাংককে পুনঃপুঁজি দিতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। প্রসিকিউটররা তার অপরাধকে "অভূতপূর্ব এবং বিশাল" বলে উল্লেখ করেছেন এবং শিথিলতার কোনো সুযোগ নেই বলে দাবি করেছেন। তবে, ট্রুং মাই লানের আইনজীবীরা বলছেন, মৃত্যুদণ্ডের কারণে তার জন্য সম্পত্তি বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়ছে এবং সময় সাপেক্ষ। তারা আদালতের কাছে আবেদন করেছেন যেন তাকে জীবনকাল কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যাতে তিনি আরও ভালো দামে তার সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। ভিয়েতনামে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে অনেক গোপনীয়তা রক্ষিত থাকে এবং কতজন ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের সাজা ভোগ করছেন তা সরকার প্রকাশ করে না। মানবাধিকার সংস্থাগুলির দাবি, ভিয়েতনামে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা ১,০০০ এরও বেশি এবং এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী দেশ।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

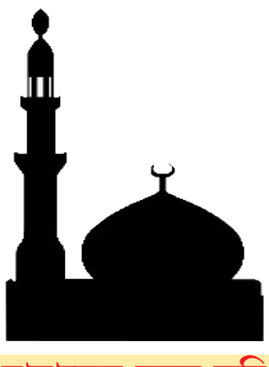

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৭	৬.০২
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৬৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৬	

দক্ষিণ কোরিয়ায় ভিয়েতনামের ৩৮ পর্যটক নিখোঁজ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রিসোর্ট দ্বীপ জেজু থেকে ৩৮ জন ভিয়েতনামি পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। গত ১৪ নভেম্বর ভিয়েতজেট এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে অন্তত ৯০ জন ভিয়েতনামি পর্যটক দ্বীপটিতে পৌঁছেছিলেন। তাদের মধ্যে ৩৮ জন সফরসূচির শেষ স্টপেজে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফিরতি ফ্লাইটে উঠতে ব্যর্থ হয়ে নিখোঁজ হন। সাধারণত ভিসা ছাড়াই ৩০ দিন পর্যন্ত বিদেশীরা দ্বীপটিতে থাকতে পারেন। ফলে ১৪ ডিসেম্বরের পর ভিয়েতনামের পর্যটকরা অবৈধ অভিবাসীতে পরিণত হবেন।

কলম্বিয়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ায় বিলুপ্ত ফার্ক গেরিলা গোষ্ঠীর দুটি ভিন্নমতাবলম্বী উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। গত শনিবার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১২ জন নিহত হয়েছে। সোমবার স্থানীয় একজন সরকারি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

পুয়ের্তো গুজমান পৌরসভার সেক্রেটারি ইয়োভানি কর্টেস লা এফএম রেডিও স্টেশনকে বলেছেন, ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হয়েছে।

দেশটির একটি সামরিক সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পুতুমায়ো বিভাগে কালার্কার নামে একজন কমান্ডারের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধা এবং সেগুন্ডা মার্কেটোলিয়ার সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষটি হয়েছে।

ইকুয়েডরের সীমান্তে, পুতুমায়ো কোকেনের প্রধান উপাদান কোকা চাষের এলাকা হিসেবে বিতর্কিত। ক্যালার্কা একটি গেরিলা গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একজন যারা অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রয়েছে।

হুথিদের 'সন্ত্রাসী' সংগঠন ঘোষণা কানাডার

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের ইরানপন্থী সশস্ত্রগোষ্ঠী হুথিকে 'সন্ত্রাসী' সংগঠ' হিসেবে ঘোষণা করেছে কানাডা। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে আল-জাজিরা। এর আগে সোমবার হুথিকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে জাস্টিন ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন দেশটির সরকার।

এ বিষয়ে আন্তঃসরকারি বিষয়ক মন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাংক বলেন, "তারা কানাডার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা পূরণ করেছে।"

এক বিবৃতিতে লেব্ল্যাংক বলেছে, তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সত্তা হিসেবে আনসারুল্লাহর এ সংযোজন বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং কানাডাকে আমাদের মিত্রদের সঙ্গে সারিবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, হিংসাত্মক চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের কর্মকাণ্ডের বিশ্বে কোনো স্থান নেই এবং আমরা আন্তর্জাতিকভাবে এই কার্যক্রমের বিস্তার রোধ করতে চাই। কানাডা ও তার নাগরিক এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের স্বার্থের প্রতি হুমকি মোকাবেলা করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকব।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে আনসারুল্লাহ তথা হুথিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র।

উল্লেখ্য, ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটি আনুষ্ঠানিকভাবে আনসারুল্লাহ নামে পরিচিত, ২০০০ সালের গোড়ার দিকে ইয়েমেনে এটি গড়ে উঠে। হুথি ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর ঘনিষ্ট মিত্র।

রাশিয়ার সঙ্গে আপসের ইঙ্গিত জেলেনস্কির!

আপনজন ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরপরই জানা হয়ে গিয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যৎ। ধারণা করা হচ্ছিল এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় জয়ী হবে। এবার সেই আভাসই মিলতে শুরু করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে আপসে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন খোদ দেশটির প্রেসিডেন্ট ভালোদেমির জেলেনস্কি।

চলতি সপ্তাহে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি তাড়াতাড়ি রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের সমাপ্তি চান। তবে এক্ষেত্রে তার শর্ত হচ্ছে– ন্যাটো সদস্যপদ নিশ্চিত হতে হবে ইউক্রেনের। সেই সঙ্গে কিয়েভের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূখণ্ডের সুরক্ষা নিশ্চিতের গ্যারান্টি দিতে হবে ন্যাটোকে। আর সেটি হলেই কেবল রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে যাবে তারা। এক্ষেত্রে রাশিয়ার দখলে নেওয়া ভূখণ্ডের দাবি করতে না তারা।

চলমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে স্কাই নিউজের প্রধান প্রতিবেদক স্টুয়ার্ট রামসকে জেলেনস্কি বলেন, 'ন্যাটো যদি বর্তমানে ইউক্রেনের দখলে থাকা কিয়েভের নিয়ন্ত্রিত অংশের সুরক্ষা গ্যারান্টি দেয় তবে যুদ্ধের গরম পর্ব শেষ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে রাশিয়ার দখলে থাকা জমি ফেরত নিয়ে পরে কূটনৈতিকভাবে আলোচনা হতে পারে।' তার এমন কথা সোমবার জাপানি বার্তা সংস্থা কিয়োডো নিউজে ফের পুণর্ব্যক্ত করেছেন জেলেনস্কি। যাতে পরিষ্কার রাশিয়ার সঙ্গে আপসে যাচ্ছেন তিনি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২৭ সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

এই পৃথিবী মানবের তরে

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড'। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল 'ডক্টর জেকিল' এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব। এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার 'মিস্টার হাইডদের' মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের 'শেষ কথা'র আংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' তখন দাদু বলিলেন, '...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে। তিনি মনে করেন, 'মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে। কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে। অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে। কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার। আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

সিরিয়া কি খণ্ড বিখণ্ড হতে যাচ্ছে

বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্ন ভিন্ন গঠনের মিশ্রণে গঠিত নানা দলে বিভক্ত বিদ্রোহীরা এত দিন সিরিয়ার বাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল। তারা কাতার, সৌদি আরব ও তুরস্কের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির সমর্থন পেয়েছে; যদিও এ সমর্থন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। তুরস্ক উত্তর সিরিয়ায় একটি 'বাফার জোন' তৈরি করে রেখেছে। তুরস্কের দাবি, তুরস্কবিরোধী তৎপরতায় জড়িত কুর্দি গোষ্ঠী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) হামলা থেকে তুরস্কের মাটিকে রক্ষা করার জন্যই মূলত এই বাফার জোন তারা তৈরি করেছে। লিখেছেন **জাররার খুহ্‌রো...**

এই লেখা যখন লিখছি, তখন সিরিয়ার বিদ্রোহীরা সে দেশটির প্রাচীন ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর আলেপ্পোর অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। বিদ্রোহীদের তিন দিনের ঝটিকা অভিযানে সেখানে সরকারি বাহিনী কোনোরকমের প্রতিরোধ না করেই পিছু হটে যায় এবং বিদ্রোহীরা একের পর এক শহর দখল করে অবশেষে আলেপ্পোতে ঢুকে পড়ে।

এটি এক দশকের মধ্যে বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। ২০১২ সালের পর আলেপ্পোর ওপর বিদ্রোহীদের এটিই প্রথম হামলা। ওই সময় তারা পূর্ব আলেপ্পোর দখল নিলেও ২০১৬ সালে রাশিয়া ও সিরিয়ার বাহিনীর নির্মম অবরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

রাশিয়া ও ইরানের হস্তক্ষেপের পর সিরিয়ায় যে টলটলায়মান ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল, বিদ্রোহীদের এই আক্রমণ তা একেবারে ভেঙে দিয়েছে।

সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যকার ওই ভারসাম্য আসলে ইরান-সমর্থিত বাহিনীগুলোর সাহায্যে তৈরি হয়েছিল। এসব বাহিনীর মধ্যে ছিল হিজবুল্লাহ, বিভিন্ন ইরাকি মিলিশিয়া এবং আল ফাতেমিয়ুন ও আল জাইনাবিয়ুন মিলিশিয়া।

তাদের সহায়তায় বাশার আল-আসাদের দুর্বল সিরিয়ান আরব আর্মি (এসএএ) দেশের প্রায় ৭০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছিল।

বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্ন ভিন্ন গঠনের মিশ্রণে গঠিত নানা দলে বিভক্ত বিদ্রোহীরা এত দিন সিরিয়ার বাকি অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল। তারা কাতার, সৌদি আরব ও তুরস্কের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির সমর্থন পেয়েছে; যদিও এ সমর্থন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

তুরস্ক উত্তর সিরিয়ায় একটি 'বাফার জোন' তৈরি করে রেখেছে। তুরস্কের দাবি, তুরস্কবিরোধী তৎপরতায় জড়িত কুর্দি গোষ্ঠী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) হামলা থেকে তুরস্কের মাটিকে রক্ষা করার জন্যই মূলত এই বাফার জোন তারা তৈরি করেছে।

বিদ্রোহীরা পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছ থেকে রাজনৈতিক ও লজিস্টিক সহায়তা (এবং গোপন সামরিক সহায়তাও) পেয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে সিরিয়ায় ৯০০ সেনা মোতায়েন রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক দাবি হলো, আইএসের পুনরুত্থান ঠেকাতেই মূলত এসব মার্কিন সেনা সেখানে রাখা হয়েছে।

আলেপ্পোতে এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামের একটি গ্রুপ এবং কিছু ছোট সশস্ত্র দল। এর সঙ্গে উজবেক ও চেচেন যোদ্ধাদের মতো বিদেশি যোদ্ধারাও আছেন। শোনা যাচ্ছে, রাশিয়া আর আসাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এসডিএফ মিলিত হয়ে কাজ করছে। তুরস্ক যেহেতু বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে, তাই এ ধরনের সহযোগিতা স্বাভাবিক মনে হয়।

আলেপ্পোর পতনকে তালেবান যোদ্ধা হাফিজ গুল বাহাদুরও স্বাগত জানিয়েছেন। এই তালেবান যোদ্ধা এর আগে অনেক আরব যোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এইচটিএস বা তার পূর্বসূরি সংগঠনগুলোতে ছিলেন। এইচটিএসের ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয়। এর নেতা আবু মুহাম্মদ আল-গোলানি একসময় আল-কায়েদার সিরিয়া শাখার কমান্ডার ছিলেন। তিনি এমন অনেক বোমা হামলা পরিচালনা করেছিলেন, যা সাধারণ মানুষ ও সরকারি বাহিনী—দুটিকেই লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিল। পরবর্তী সময় তিনি তাঁর অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্র তাঁর প্রতি বিরোধিতা কমিয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্র আগে এইচটিএসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সির সময় যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করেছিল, এইচটিএস আর তাদের সক্রিয় নিশানার তালিকায় নেই। আলেপ্পার এই আক্রমণ এমন সময়ে হয়েছে, যখন আসাদের মিত্ররা (ইরান, রাশিয়া ও হিজবুল্লাহ) দ্রুত সাহায্যের জন্য পর্যাপ্ত সেনা বা সম্পদ মোতায়েন করার অবস্থায় নেই। আসাদের সেনাবাহিনীও বারবার প্রমাণ করেছে, তারা লড়াইয়ে তেমন সক্ষম নয়।

আলেপ্পো লক্ষ্য করে বিদ্রোহীদের এই আক্রমণের ছক যদিও অনেক আগেই কষা হয়েছিল, তারপরও ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতির কয়েক দিন পরই এই হামলা শুরু হওয়াকে মোটেও কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, হিজবুল্লাহ ইতিমধ্যে তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের বড় অংশ হারিয়েছে। তাদের অনেক যোদ্ধা নিহত হয়েছে। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামের মজুতও গুরুতরভাবে কমে গেছে। এ অবস্থায় হিজবুল্লাহ আসাদকে সহায়তা দেওয়ার অবস্থায় নেই। সিরিয়ার সংঘাতে জড়িয়ে এমনিতেই তারা ইসরায়েলের গোয়েন্দা নজরদারির ঝুঁকিতে পড়েছে। এমন অবস্থায় তাদের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকলেও তারা নতুন করে আরেকটি সংঘাতে জড়াতে চাইবে না।

রাশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনে আটকে পড়েছে। যেখানে তাদের সেরা জেনারেল ও সেনাদের মোতায়েন রাখতে হচ্ছে। ফলে সিরিয়ার 'নীরব' ফ্রন্টে সামরিক সহায়তা দেওয়ার মতো সাধ্য তাদেরও নেই।

যদিও কিছু রুশ বিমান ও সামরিক সরঞ্জাম সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তা সম্ভবত খুবই অপ্রতুল এবং তা এসেছেও অনেক দেরিতে। ফলে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থামানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।

এখন সিরিয়ার একটি অংশ হারানোর সম্ভাবনা রাশিয়ার জন্য একটি কৌশলগত বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়াকে সিরিয়ার তারতুস বন্দরের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই বন্দর ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার একমাত্র শক্তি হিসেবে কাজ করে।

এই বন্দর ব্যবহার করতে পারায় রাশিয়ার নৌবাহিনীকে যন্ত্রপাতি মেরামত, জ্বালানি নেওয়া ও সামরিক সরঞ্জাম ওঠানো-নামানোর জন্য কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত রুশ নৌঘাঁটিতে ফিরে যেতে হয় না। এই বন্দর ব্যবহার করেই তারা এসব কাজ সারতে পারে। বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলে গেড়ে বসলে রাশিয়া আর বন্দরটি আগের মতো ব্যবহার করতে পারবে না। বিদ্রোহীদের এই অগ্রগতির ফলে এখন রাশিয়া, হিজবুল্লাহ ও ইরানকে নতুনভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। আর উদ্ভূত এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হচ্ছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজাকে সমর্থন দিয়ে আসছে। এর ফলে তাদের ইসরায়েলের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর হিজবুল্লাহ তাদের স্থল সরবরাহ পথগুলো খোলা রাখতে চায়, যাতে ইসরায়েলের সঙ্গে পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। কিন্তু সিরিয়ার বিদ্রোহীদের এই অগ্রগতি সরাসরি হিজবুল্লাহর সেই সরবরাহ পথগুলোকে বিপন্ন করে তুলেছে। অন্যদিকে ইসরায়েল বেশ নিশ্চিন্তে আছে। তারা লেবানন ফ্রন্ট বন্ধ করে দিয়ে গাজায় তাদের ধ্বংসযজ্ঞ দ্বিগুণ করেছে। ইসরায়েলের আসাদবিরোধী শক্তিগুলোকে সমর্থন দেওয়ার ইতিহাস অনেক পুরোনো। এমনকি তারা আল-কায়েদার আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য গোলানে পাঠিয়েছে।

২০১৮ সালে ইসরায়েলের সেনাপ্রধান স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা আসাদবিরোধী বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন।

ইসরায়েলের মূল লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলবিরোধী 'প্রতিরোধের অক্ষ' ভেঙে দেওয়া। আলেপ্পো দখল তাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে আরেকটি পদক্ষেপ।

জাররার খুহ্‌রো পাকিস্তানের সাংবাদিক ও কলাম লেখক ডন থেকে নেওয়া, অনুবাদ

আমাদের মনে রাখতে হবে, হিজবুল্লাহ ইতিমধ্যে তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের বড় অংশ হারিয়েছে। তাদের অনেক যোদ্ধা নিহত হয়েছে। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামের মজুতও গুরুতরভাবে কমে গেছে। এ অবস্থায় হিজবুল্লাহ আসাদকে সহায়তা দেওয়ার অবস্থায় নেই। সিরিয়ার সংঘাতে জড়িয়ে এমনিতেই তারা ইসরায়েলের গোয়েন্দা নজরদারির ঝুঁকিতে পড়েছে। এমন অবস্থায় তাদের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকলেও তারা নতুন করে আরেকটি সংঘাতে জড়াতে চাইবে না। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনে আটকে পড়েছে। যেখানে তাদের সেরা জেনারেল ও সেনাদের মোতায়েন রাখতে হচ্ছে। ফলে সিরিয়ার 'নীরব' ফ্রন্টে সামরিক সহায়তা দেওয়ার মতো সাধ্য তাদেরও নেই। যদিও কিছু রুশ বিমান ও সামরিক সরঞ্জাম সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তা সম্ভবত খুবই অপ্রতুল এবং তা এসেছেও অনেক দেরিতে। ফলে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থামানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।

মেধা পাটকরকে ডি লিট সম্মান প্রদান এমজিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক, মানবাধিকার কর্মী তথা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মেধা পাটকরকে শনিবার এমজিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডক্টর অফ লেটারস (ডি লিট) ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

রুখমিনী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করা ১,২৮৪ জন শিক্ষার্থীর একাডেমিক সাফল্য উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সংসদ সদস্য কপিল সিবাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান কমলকিশোর কদমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চ্যান্সেলর অঙ্কুশরাও কদম, ভাইস চ্যান্সেলর ড. বিলাস সাপকাল, রেজিস্ট্রার ড. আশীষ গাদেকর এবং গভর্নিং বডির সদস্যরা। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অসামান্য একাডেমিক পারফরম্যান্সের জন্য দশজন কৃতি শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলরের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন তেজস কাল্লালে, ধনশ্রী শিন্ডে, ক্ষিতিজা কল্যাণকর, অদিতি রাজগুরু, সুধীর কার্লে, সৃষ্টি মতিয়ালে, খান মোহাম্মদ ইয়াসের, বৈষ্ণবী শাস্ত্রী, আমান বিজয় প্রতাপ সাহানি, এবং ভাবনা ভার্মা। ডি লিট সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর মেধা পাটকর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এটিকে তার সক্রিয়তার স্বীকৃতি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আমি কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিইনি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু আমার নয়, আমার কর্মীদের সম্মিলিত কাজেরও স্বীকৃতি।" ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি তাদের শিক্ষাকে সমাজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "ছাত্রদের সমাজতন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, কর্তৃত্ববাদী নয়। গণতন্ত্রের শক্তি জনগণের মধ্যেই নিহিত।" মহাত্মা গান্ধীর উক্তি, "মাই লাইফ ইজ মাই মেসেজ", তুলে ধরে মেধা পাটকর তার বক্তব্য শেষ করেন। তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানান, সত্য ও অহিংসার পথে থেকে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করতে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপন নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা ও মানবিক দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

এত পরাজয়ের চাপ ইসরায়েল সামলাতে পারবে?

আবেদ আবু শেহাদেহ

ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে যুদ্ধবিরতি যখন হলো, তখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাঁর দেশের হতাশাগ্রস্ত জনগণের কাছ থেকে পাহাড়সম চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন। ইসরায়েল এখন তার সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। এর কারণ হলো, ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তারা এখন এই ধারণার সঙ্গে আপস করতে শুরু করেছেন যে এই অঞ্চলে ইসরায়েল তার এজেন্ডা নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

কেবল গত অক্টোবর মাসেই গাজা, লেবানন ও তথাকথিত সবুজ অঞ্চলে ৮৮ জন ইসরায়েলি সেনা ও ৬ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন। গাজায় গণহত্যা শুরুর পর এটা এক মাসে ইসরায়েলিদের সর্বোচ্চ মৃত্যু। ইসরায়েল আরব অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম হলেও হিজবুল্লাহর সঙ্গে দেশটির যুদ্ধ প্রমাণ করেছে, অ-রাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়েরাও দেশটির বড় একটা অংশকে পঙ্গু করে দিতে কিংবা পুরোপুরি অচল করে দিতে সক্ষম। গোলাগুলির মুখে উত্তর অঞ্চল থেকে ১০ লাখের বেশি বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ইসরায়েল। একই সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের কলোনিগুলোর বেশির ভাগ অংশ খালি করে ফেলতে হয়েছে। হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরও উত্তর অঞ্চলে নিরাপত্তার বোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বের নেতৃত্বদায়ী পরাশক্তিগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন থাকার পরও ইসরায়েল এই যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে তাদের 'পুরোপুরি বিজয়ের' আখ্যানকে সত্যে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেননা ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্রীকরণ করা এবং লেবাননকে তাদের দাবির প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নীতিনির্ধারকেরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে তাঁরা হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় অর্জন করতে পারবেন না।

অতীতেও সেটা তাঁরা পারেননি। দৃশ্যপটে কোনো রাজনৈতিক সমাধান দেখা যাচ্ছে না। ফলে আরও অনেক বছর ইসরায়েলকে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে।

এরপরও যুদ্ধবিরতির পেছনে নেতানিয়াহুর যে স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছে, সেটা হলো, তিনি দেশের ভেতরকার অসন্তোষকে প্রশমিত করতে চান। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর যুদ্ধবিরতির এ সিদ্ধান্ত আসে।

এদিকে হামাস জানিয়েছে যে গাজার উত্তরাংশে একজন ইসরায়েলি জিম্মি মারা গেছেন। এ ছাড়া দুবাইয়ে নিখোঁজ একজন ইসরায়েলি রাব্বি (ইহুদি ধর্মযাজক) নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি গোপন নথি ফাঁস হয়েছে। 'বিবিলিকস' বলে পরিচিত এই কেলেঙ্কারিতে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে এবং দেশটির প্রতিরক্ষা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি উঠেছে।

এমনকি ইসরায়েলের নেতারা গাজার দিকে মনোযোগ আবার নিবদ্ধ করার চিন্তা করলেও গত ১৪ মাসে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে হামাসের সঙ্গে চুক্তি করা ছাড়া গাজা থেকে জিম্মিদের মুক্ত করে আনার মতো সামরিক ও গোয়েন্দা সক্ষমতা ইসরায়েলের নেই।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, গাজায় গণহত্যা শুরুর পর এই প্রথম তেল আবিবে বিক্ষোভ হয়েছে, শুধু জিম্মিদের মুক্ত করে আনার দাবিতে নয়, যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে।

নির্মম বাস্তবতা

লেবাননে যুদ্ধের দুই মাস পেরোতে না পেরোতে যে নির্মম বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো, ইসরায়েল বৈশ্বিক তো দূরে থাক, আঞ্চলিক পরাশক্তিও নয়। যদিও প্রথম দিকে পেজার ও ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে হামলায় লেবাননে বেসামরিক লোক হতাহত ঘটনায় ইসরায়েলি সমাজে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল।

গাজা দখল, সেখানকার বাসিন্দাদের অভুক্ত রেখে, নির্বিচারে বোমা হামলা করে এবং অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও ইসরায়েল তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা জিম্মি সংকটের সমাধান করতে পারেনি, হামাসকে 'নিশ্চিহ্ন' করতে পারেনি।

গত মঙ্গলবার ইসরায়েলের পার্লামেন্টে হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু এখন ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়ার দিক থেকে নতুন সামরিক হুমকি আসছে।

উপরন্তু নেতানিয়াহু ও গ্যালান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায় দুই ধরনের প্রভাব আছে। প্রথমটি হলো, ইসরায়েলি জেনারেলরাও গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় পরার ঝুঁকিতে আছেন। এ কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা, অস্ত্র-বাণিজ্য ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানে বাধা তৈরি হবে।

দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলের জনগণের বড় একটা অংশ এটা উপলব্ধি করতে পারছে যে তাদের দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ভালো নয়। ইসরায়েলিরা ও তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের মুখে পড়ছে।

বিভক্তি গভীর হচ্ছে

এসব পর্বতপ্রমাণ সংকটের মধ্যেও নেতানিয়াহু তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীসহ সব ফ্রন্টে যুদ্ধ বেছে নিয়েছেন।

তিনি সব জবাবদিহির প্রশ্ন এড়ানোর চেষ্টা করছেন। নেসেটে আরবেরা যাতে সদস্য হতে না পারেন, তার জন্য বর্ণবাদী আইন চালুর চেষ্টা করছেন। বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করছেন। ইসরায়েলি জাতীয় পরিচয় ইস্যুতে দেশের ভেতরে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন।

শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলের মানুষের আন্তর্জাতিক আইন ও মানুষের জীবনের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু ইসরায়েলি সমাজে কেবল বিভক্তিই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

গাজায় ৪৪ হাজারের বেশি মানুষ সেখানে মারা গেছেন, যাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। গাজা পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে মিশে যাওয়ার আগে সেটা রক্ষার সুযোগ তাঁরা হারাচ্ছেন।

কিছু ইসরায়েলি হয়তো একদিন তাঁদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হবেন, অনেকে পুরোপুরি উপেক্ষা করবেন আবার অনেকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু সামষ্টিক চেতনায় এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিণতি তাঁদের বয়ে বেড়াতেই হবে।

আবেদ আবু শেহাদেহ, জাফার রাজনৈতিক আন্দোলনকর্মী মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

গঙ্গারামপুরে ‘শিল্পের সমাধানে’ শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গঙ্গারামপুর ব্লকে শুরু হয়েছে ‘শিল্পের সমাধানে’ এমএসএমই ক্যাম্প। যার মাধ্যমে একগুচ্ছ উদ্যোক্তা পরিষেবা প্রদান করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ এবং ব্লক স্তরে শিল্পের প্রসার ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিদের ঋণ সহ যাবতীয় সাহায্য করার জন্যই এই নয়া কর্মসূচি। সেই মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকে শুরু হয়েছে ‘শিল্পের সমাধানে’ নামক বিশেষ শিবির। স্বয়ং গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এই ক্যাম্প। জানা গিয়েছে, ২ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই শিবির। সেখানেই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। এবিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল জানান, ‘২ তারিখ থেকে ক্যাম্পের সূচনা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের তরফে ব্যবসার জন্য যে লোন দেয়া হয়, সেই সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

প্রতিশ্রুতি মতো পুনর্বাসন ও বৈদ্যুতিক সংযোগ না দেওয়ায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত ছয় মাস আগে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যানজট মুক্ত ও ফুটপাত অভিযান চালানো হয় রাজ্য ব্যাপী। সে হিসেবে রামপুরহাট শহরের মধ্যেও চলে যানজট মুক্ত করতে ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান।যার পরিপ্রেক্ষিতে ফুটপাতে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ হতে হয় ।সেই সাথে বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উচ্ছেদ অভিযানের ৬ মাস অতিবাহিত হলেও আলোচনা মোতাবেক পুনর্বাসন মেলেনি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যায়নি। সেই প্রেক্ষিতে রামপুরহাট ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করা হয় রামপুরহাট বিদ্যুৎ অফিসের সামনে। তাদের দাবি আমাদের মিটার ফেরত দিতে হবে। তথা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য উচ্ছেদ অভিযানের সময় ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে।যে সকল মিটার থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে মিটার সহ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব মল্লিক, অমিতাভ সিং, শাহজাদা হোসেন, আজমত আলি, সোমনাথ ভটাচার্জ, মকসুদ আলম প্রমুখ। বক্তারা বলেন শারদ উৎসবের আগে রাজ্য সরকারের নির্দেশে আমানবিক ভাবে হকার ও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বিদ্যুৎ সংযোগ মিটার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ভাবে ফুটপাথে ব্যবসা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের সকলের দাবি ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের স্থায়ী ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। যে সকল ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বিদ্যুৎ সংযোগ মিটার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাদেরকে সময় বিলম্ব না করে দ্রুত মিটার সহ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। স্ট্রিট হকার ও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য হকার জোন তৈরি করতে হবে।জাতীয় পতাকা হাতে দলমত নির্বিশেষে রামপুরহাট শহরের ফুটপাথ ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ এই দাবি আদায়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বলে সংগঠনের দাবি।

রামপুরহাট ফুটপাত উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে সঞ্জীব মল্লিক একান্ত সাক্ষাৎকারে আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে বলেন গত ছয় মাস আগে উচ্ছেদ অভিযানের সময় রামপুরহাট পৌর পতি, বিধায়ক ও মহকুমা শাসক এবং ফুটপাত ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয়জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যে আলোচনা হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এমনকি উচ্ছেদ হওয়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মিটার পর্যন্ত পুনরায় লাগানো হয়নি। এনিয়ে আজকের ডেপুটেশন বিদ্যুৎ দপ্তরে। এরপর যদি সুরাহা না হয় তাহলে অনশন শুরু করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। এবিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের বক্তব্য উচ্ছেদ অভিযানের আগে প্রশাসনের নির্দেশেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। আবার অনুমতি বা নির্দেশ পেলে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেওয়া হবে।

বজ বজ ট্রাঙ্ক রোডের নীচে বিধ্বংসী আগুন

আসিফা লস্কর ● মহেশতলা

আপনজন: মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎই কালো ধোঁয়া দেখতে পায় এলাকার মানুষেরা এরপর তড়িঘড়ি ধোঁয়ার উৎস খুঁজতে যখন এলাকার মানুষেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তখন দেখতে পায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এরপর স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালে সেই চেষ্টা বৃথা হয়। অত্যন্ত দাহ্য বস্তু থাকার কারণে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এরপর স্থানীয়রা খবর দেয় দমকলকে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে মহেশতলা ডাকঘর এলাকার বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের নিচে একটি কাবাডি (ফেরি) দোকানে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিশ। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। যানজট নিয়ন্ত্রণে হাত লাগিয়েছে মহেশতলা থানার পুলিশ। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকালের আধিকারিকেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল উলুবেড়িয়ার

এম এ মনু ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয় উলুবেড়িয়ার আশা ভবন সেন্টারে, এদিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে পথপরিক্রমার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন, রাজ্যর পূর্ত ও জনস্বার্থ কারিগরি মন্ত্রী মাননীয় পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান এনামুর রহমান, সহ আশা ভবন সেন্টারের কর্ণধার জনমেরী বারুই, মন্ত্রী পুলক রায় বলেন ‘ নিঃসন্দেহে আশাভবন সেন্টারের কাজ অনন্য দৃষ্টান্ত, কয়েক বছর ধরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে থেকে তাদের সাহায্য করা একটি প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আমার প্রিয় জনমেরী বারুই এবং যারা প্রতিনিয়ত পাশে থেকে সাহায্য করে চলেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদেরও অঙ্গীকার এই সমস্ত শিশুদের পাশে থাকার, সুস্থ থাকুন। সুন্দর থাকুন ভালো থাকুন’, এদিন বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদের নিয়ে , ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হয় এবং তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার সুবল কুমার পাল, উলুবেড়িয়া ১ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া মহাকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল প্রমুখ।

লাভা প্লে স্কুলের সূচনা গয়েশবাড়ি নয়া বস্তিতে

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার সুজাপুরের গয়েশবাড়ি নয়া বস্তি এলাকায় একটি বাংলা মাধ্যম শিশুদের জন্যে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লাভা প্লে স্কুলের শুভ সূচনা করা হয়। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, সুজাপুর স্কুল পাড়া জামে মসজিদ এর এমাম হাফেজ ক্বারী মৌলানা মুহাম্মদ ইমরান, নয়মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল বরকত, শিক্ষক জিয়াউল হক, শিক্ষক হাসান আলী, সালাম বাংলা পত্রিকার সম্পাদক নাসিমুল হক নাসিম, শিক্ষক ও কবি আলিউল হক, লাভা প্লে স্কুলের সম্পাদিকা হাসিনা বেগম সহ স্থানীয় বহু শিক্ষক শিক্ষিকা। বিশেষ দোয়া ও আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা করা হয় লাভা প্লে স্কুলের।

এদিনের অনুষ্ঠানে সকল অতিথিরা বক্তব্য রাখেন কালিয়াচকে শিক্ষার প্রসার নিয়ে। শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে কালিয়াচক এখন দেশ বিদেশের শিরোনামে। কালিয়াচকের অলিগলিতে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়াতেই এই কালিয়াচকের নিত্যদিনের কালিমালিপ্ত শিরোনাম অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। কালিয়াচক বারবার আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণায়, পুরস্কারে, ব্যবসার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করছে। এখান থেকে বহু গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, পুলিশ অফিসার, উচ্চ পদস্তের প্রশাসনিক আধিকারিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়েও সুনাম অর্জন করেছে কালিয়াচক।

সুজাপুর আবাসিক মিশনেরই একটি শাখা লাভা প্লে স্কুল তার প্রতিষ্ঠাতা আশরাফ আলী খান জানান, আমাদের অনেকদিনের পরিকল্পনা ছিল যে বর্তমানে আমাদের একটি বেসরকারি সুজাপুর আবাসিক মিশন সুনামের সাথে শিক্ষা দিয়ে চলেছে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বর্তমান শিশুদের জন্যে একটা প্লে স্কুল গড়ার আর সেটাই আজ থেকে চালু হল। ছোট থেকেই বাচ্চারা যেন স্কুল মুখী হয় তার জন্যেই এই লাভা প্লে স্কুল। এখানে বাচ্চারা যেন খেলতে খেলতে পড়তে পারে তার জন্য বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম রয়েছে। এছাড়াও লাভা স্কুলে যেমন স্মার্ট ক্লাস রুম রয়েছে তার সঙ্গে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দফতরের উদ্যোগে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে কর্মশালা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আজ হয়ে গেল মালদহে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের উদ্যোগে, বিশেষ বৈঠক নতুন এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মালদা জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল মালদা শহরে। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী এখন থেকে স্কুলস্তরের পড়ুয়াদের শুধুমাত্র নম্বরভিত্তিক অগ্রগতি বিচার্য হবে না। বরং দেখা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহার,আচার-আচরণ, খেলাধুলা, মানসিকতা বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়ন। নতুন এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের কার্যকারিতা কি হবে এবিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের সচেতন করতে মালদহে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের উদ্যোগে কর্মশালা হল মঙ্গলবার। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সানাউল্লা মঞ্চে এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাহুতি ইন্দ্র, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক বিশ্বজিৎ দাস, মালদহের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস সহ অন্যান্যরা। জেলার পাঁচশোর বেশি মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকরা এই কর্মশালায় যোগ দেন।মালদহের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস বলেন এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মালদা জেলা জুরে প্রায় ৫৫০ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়ে এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির বিষয়ে নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী এখন থেকে স্কুলস্তরের পড়ুয়াদের শুধুমাত্র নম্বরভিত্তিক অগ্রগতি নিয়ে বিচার্য হবে না। বরং দেখা হবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁদের ব্যবহার,আচার-আচরণ, খেলাধুলা, মানসিকতা বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়ন। তার উপরে ভিত্তি করে এই হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের তৈরি হবে।এ বিষয়ে শিক্ষকরা জানান এরকম প্রশিক্ষণ শুরু হলে বিভিন্ন স্কুলের সাথে সকল প্রধান শিক্ষকদের যোগাযোগ ঠিকঠাক হবে এছাড়াও এ বিষয়ে যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো তার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের বিষয়ে সকলের কাছে সব রকম বিষয় নিয়ে জানতে পারবে তাতে অনেকটাই সুবিধা হবে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ট্রাক্টর ও মোটর বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হল এক নবম শ্রেণীর ছাত্র হরিহরপাড়ায়। পথ দুর্ঘটনায় পা ভাঙলো এক নবম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় আহত ওই স্কুল ছাত্রর নাম আকাশ শেখ,তার বাড়ি হরিহরপাড়ার সোনাডাঙ্গা এলাকায়।তিনি রুকুনপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর নবম শ্রেণীর ছাত্র। আজ ইতিহাস পরীক্ষা ছিল , দুই বন্ধু একই মোটরবাইকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় স্কুলে পৌঁছানোর আগে রুকুনপুর বাজারে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে মোটরবাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় ওই নবম শ্রেণীর ছাত্র আকাস সেক রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে থাকলে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

টোটো-হাতি গাড়ির ধাক্কা, জখম ৪

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: টোটো গাড়ির একটি হাতি গাড়ি ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হয় টোটো গাড়ির চারজন যাত্রী।মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং বারুইপুর রোডের তালদি রাজাপুর বটতলা এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন আব্দুল্লাহ সরদার ও তার পরিবারের তিন সদস্য। বর্তমানে চারজনই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার কালিডাঙার কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ সরদার। এদিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উত্তরভাগ থেকে টোটো গাড়িতে চেপে ফিরছিলেন। সেই সময় তালদি রাজাপুর বটতলা এলাকায় একটি হাতি টোটো কে ধাক্কা দেয়। গুরুতর জখম হয় টোটোর চারজন যাত্রী। ঘটনার পর হাতি গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। স্থানীয়রা দুর্ঘটনাগ্রস্ত জখমদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৬ তম জন্মদিন পালন

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: গোটা দেশের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় জেলা জুড়ে পালিত হল ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৬ তম জন্ম দিবস। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, তমলুক, নন্দকুমার, মহিষাদল সহ বিভিন্ন ব্লকে ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন পালিত হয়। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে।

এদিন মেছেদা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মেছেদা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তির পাদদেশে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গণেন রায়। ক্ষুদিরামের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন লক্ষীকান্ত প্রামানিক, বিভাস মন্ডল, রমেশ চন্দ্র বেরা, বিপ্লব মন্ডল প্রমুখ। ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কালিশংকর পাত্র। পাঁশকুড়া, তমলুক, মহিষাদল, নন্দকুমারেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম দিবস পালন করা হয়। পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁশকুড়া গার্লস হাইস্কুল, রাতুলিয়া হাই স্কুল দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের মূল প্রবেশ দ্বারের সামনে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত, শিক্ষক গৌরচন্দ্র পতি, লক্ষীকান্ত হাজরা, শিক্ষিকা সোমা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা। মাইশোরা অঞ্চলের হরেকৃষ্ণপুর বাজার কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাগরতট রক্ষায় মাটি ফেলবে প্রশাসন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: মেলার আগে মাটি ফেলে হারানো সমুদ্রতট উদ্ধারের চেষ্টা সাগরে।এক মাস বাদেই গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে তটের চেহারা ফেরাতে বিপুল পরিমাণ মাটি ফেলার কাজ শুরু।তবে বাইরে থেকে এই মাটি আনা কার্যত অসম্ভব।সেই জন্য সাগরদ্বীপের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি কেটে এনে তটে ফেলা হবে।জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য মোট ৩২০০ কিউবিক মেট্রিক টন মাটির প্রয়োজন।সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মজে যাওয়া খাল এবং অনাবাদী জমি থেকে মাটি কেটে আনা হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা,প্রতি বছর যেভাবে গঙ্গাসাগরের সমুদ্র তট ক্ষতির মুখে পড়ছে, তাতে দ্রুত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার।বর্তমানে সাগরতটের অবস্থা দেখলে মনে হবে নামেই সমুদ্র সৈকত।সেখানে বালির কোনও অস্তিত্ব নেই।শুধুই কাদামাটি। তট পুনরুদ্ধার করতে প্রথমে গাড়ি গাড়ি মাটি ফেলা হবে। তারপর পরবর্তী কাজ শুরু করবে সেচদফতর।এই ডিসেম্বর মাসজুড়ে এই কাজ চলবে।মাটি ফেলা শেষ হলে তাঁর উপর ছড়ানো হবে বালি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আগে টাকা দিতো তাহলে সাগরতটের ভাঙন হয়তো আটকানো যেত বলে মনে করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তবে সামনে গঙ্গাসাগর মেলা রয়েছে সেই মেলার আগে কতটা তট রক্ষা করা যায় সেই দিকটি দেখা হচ্ছে বলে ও জানান মন্ত্রী।সাগরের মানুষ চান সরকার পাকাপাকি ভাবে সমুদ্রতট রক্ষা করুক।কারন এই গঙ্গাসাগরে সারা বছরই তীর্থযাত্রীরা আসে।

ভাঙড়ে খারেজি মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কামজ্বালা-ছেলেগোয়ালিয়া এস এ কে মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল ২ দিনের ঈসালে সাওয়াব। ২ ডিসেম্বর রবিবার ও ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এ বছরের ঈসালে সাওয়াব।

মাদ্রাসা পার্শ্ববর্তী মাঠে প্রথম দিনের ঈসালে সাওয়াবে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রাকিব সাহেব, হাসিবুর রহমান সাহেব, মাদ্রাসার পরিচালক ইজাজুল ইসলাম সাহেব প্রমুখ। ঈসালে সাওয়াবের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন মুজাহিদ সিদ্দিকী সাহেব, আব্দুল কাইয়ুম সাহেব, আব্দুল মাতিন সাহেব, আশিক বিল্লাহ সাহেব প্রমুখ।

এবছর ১৫ জন শিক্ষার্থীকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। অতিথি বক্তারা শিক্ষার্থীদের পাগড়ি পরিয়ে দেন। বিদায়ী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সংবর্ধনা প্রদান করেন।

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন ইসমাইল মোল্লা, আশিক মোল্লা রা। ঈসালে সাওয়াবের ২ দিন জলসা শুনতে আসা সবাইকে খিচুড়ি খাওয়ান মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সড়ক অবরোধ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গোটা দেশ ও রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল । এদিন “ বাঁকুড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির “ পক্ষ থেকে বেলিয়াতোড়ে একটি পদযাত্রা করা হয়। পাশাপাশি তারা বেলিয়াতোড় ডাকবাংলো মোরে বাঁকুড়া দুর্গাপুর ব্যস্ততম রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন । মূলত তাদের দাবি , তাদের মাসিক প্রতিবন্ধী ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে , প্রত্যেককে আবাস যোজনার রেশন কার্ড প্রদান করতে হবে , একশ দিনের কাজের সু বন্দোবস্ত করতে হবে । এই ধরনের নয় দফা দাবি নিয়ে এদিন তারা প্রায় আধঘন্টা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন । এর ফলে রাজ্য সড়কে সাময়িক যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয় । সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষদের । বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ ও বড়জোড়া ব্লকের জয়েন বিডিও ঘটনাস্থলে আসেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া গুলি পূরণের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয় ।বাঁকুড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির সহ-সম্পাদক সনদ মহন্ত জানান , আমাদের দাবি আদায়ে এই আন্দোলন চলবে ।

নূরনবি মাদ্রাসায় সভা

নুরুল ইসলাম খান ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: ফুরফুরা শরীফ পীর মোজাদ্দেদে জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর নূরনবি সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা। সম্প্রতি সেই মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। পীরজাদা সৈয়দ আফতাব উদ্দিনের হাত ধরে গরে উঠেছে এক বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।ফুরফুরা শরীফের হুসাইন বোখারী গাজী (রহঃ)ও মাঝের আইট হুজুর পীর (রহঃ) এর স্মৃতিতে এই সভায় বহু ছাত্রকে এবার পাগড়ি দিয়ে সম্মান দেয়া হয়। বিষ্ণুপুর নূরনবী (সাঃ) সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা উত্তর ২৪ পরগনা রাজার হাট থানার বিষ্ণুপুরে অবস্থিত। তিনতলা বিশিষ্ট বেসরকারি আবাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আউলাদে হুসাইন বোখারী গাজী ((রহঃ)ও ছোট হুজুর পীর কেবলা (রহঃ)এর সুযোগ্য জামাতা_শায়খুল হাদিস পীর আল্লামা সৈয়দ গোলাম সরওয়ার হুসাইন (রহঃ) এঁর দোয়ায়২০১২ সালে ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। মাহফিলে বিশ্বশান্তি কামনা করে দোয়া করেন পীরজাদা সৈয়দ আফতাব উদ্দিন।

প্রথম নজর

১০০ জন কবির কণ্ঠে কবিতার সুর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গত ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০২৪ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাদম্বিনী গাঙ্গুলী সভাগৃহে নাটমন্দির পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিতীয় বর্ষ নাটমন্দির কবিতা উৎসব। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার ১০০ জন কবি এই উৎসবে কবিতা পাঠ করেন। সাতের দশকের বিশিষ্ট কবি দীপক রায় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং নাটমন্দির সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হয় কবি সুব্রত সরকারকে। উৎসবে কবিতা পাঠ করেন শমিত মণ্ডল, অলোক বিশ্বাস, নিয়াজুল হক, অরুণ পাঠক, রথীন্দ্রনাথ সাহা, সোমেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত পতি, অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল ঘোষ, সব্যসাচী মজুমদার, শাশ্বসহ বিভিন্ন প্রজন্মের প্রবীণ ও নবীন কবিরা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল "কবিদের সামাজিক ভূমিকা কেবল তাঁদের লেখায়" এই বিষয়ক বিতর্ক সভা, যেখানে অংশগ্রহণ করেন অনিশ্চয় চক্রবর্তী, তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়, ঝিলম ত্রিবেদী ও শুভম চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় ছিলেন সেলিম মল্লিক। দর্শকদের রায়ে বিজয়ী হয় বিরোধীপক্ষ। উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন গার্গী দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য ও আরাত্রিকা ভট্টাচার্য। দু'দিনের এই উৎসবে শিলিগুড়ি থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত কবিদের উপস্থিতিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বর্ণময়। নাটমন্দির পত্রিকার সম্পাদক অংশুমান কর জানান, নাটমন্দির পত্রিকার ১০০তম সংখ্যা উপলক্ষে আগামী বছর পুরুলিয়ায় উৎসব আয়োজন করা হবে।

লালবাগ কলেজে তৃণমূল নেতাদের ছবি টাঙানোয় বিতর্ক

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কলেজ চত্বরে একাধিক তৃণমূল নেতার ছবি টাঙানোই বিতর্ক। লালবাগ সুভাষ চন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজের চত্বরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু তাহের খান, অপূর্ব সরকার, রবিউল আলম চৌধুরী এবং মহম্মদ আলীর ছবি টাঙানো হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা ওই ছবি টাঙিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলেজ সূত্রে খবর, চলতি মাসের ২১ এবং ২২ তারিখ কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান করা হবে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে একাধিক আলোচনাও করা হয়েছে ইতিমধ্যে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের এক কর্মী বলেন, 'যাদের ছবি টাঙ্গানো হয়েছে, তারা আসে, মুখ দেখায় আর চলে যায়। বছরের বাকি দিনগুলো তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।'

এই ঘটনায় সরব হয়েছে বামেরা। লালবাগ কলেজের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা এসএফআই নেতা নুর হোসেন বলেন, 'এগুলো তৃণমূলের অপসংস্কৃতি। কলেজ চত্বরে এধরনের অপসংস্কৃতির আমরা নিন্দা জানাই। কলেজ প্রতিষ্ঠাতা থেকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কলেজে যাদের অবদান আছে তাদের ছবি থাকুক। কিন্তু এধরনের অপসংস্কৃতি কলেজ চত্বর থেকে মুছে যাক। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এবিষয়ে আমরা অভিযোগ জানাবো।'

ঘটনা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ শহর কংগ্রেসের সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, 'তৃণমূল রাজনীতির আখড়া বানিয়ে দিয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসগুলিকে। আমার অনুরোধ থাকবে মমতা-অভিষেকের ছবি যেমনভাবে টাঙিয়েছে, ঠিক তেমনভাবে যেন অনুব্রত মণ্ডল এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ছবিও তারা টাঙিয়ে রাখে।'

ছবি টাঙানোর ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, 'লালবাগ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন আছে। স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর কারো না কারো ভালোবাসা থাকেই, তাই যাকে ভালো লাগে সেসব নেতৃত্বের ছবি টাঙিয়েছে সেখানকার ইউনিয়নের সদস্যরা। কিন্তু কার ছবি টাঙিয়েছে সে বিষয়ে আমার জানা নেই।'

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা অর্ণব রায় বলেন, 'ছাত্র সমাজ বলতে বুঝি যারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, নজরুল ইসলামের মত গুণীজনদের ছবি সামনে রেখে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু এরা কোন ধরনের ছাত্র সমাজ বুঝতে পারছি না।'

ঘটনা প্রসঙ্গে জানতে লালবাগ কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুপম মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পানীয় জল অপচয় বন্ধ করতে আসরে নামলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: সুন্দরবনে পানীয় জল অপচয় বন্ধ করতে আসরে বিডিও। এই ব্লকে ৭৪ শতাংশ মানুষের ঘরে পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের কনক নগর আমবেড়িয়া একাধিক জায়গায় ট্যাপের জল অপচয় করছে গ্রামবাসীরা অভিযোগ পেয়ে আসরে নামল স্বয়ং বিডিও। সুন্দরবনের একাধিক জায়গা থেকে পি এইচ ও দপ্তর ও হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিসে অভিযোগ আসছিল সুন্দরবনের বাসিন্দাররা নিজেদের রিজার্ভার পূরণ করার পরেও জল অপচয় করছে বিভিন্ন খাদে। সেই অভিযোগ পেয়ে আসরে নামেন বিডিও ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখা যায়। কেউ খাবার জলে কাপড় কাঁচছে,আবার কেউ স্নান করছে। আবার কেউ চাষের জমি ও মাছ চাষের জন্য পুকুরে জল দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে যেখানে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষের অভিযোগ তারা ঠিক মতন জল পাচ্ছেন না যদিও পায় জলের গতি খুবই কম। তাই সেই অভিযোগ একেবারে বাস্তবে দেখা গেল কিছু গ্রামবাসী পানীয় জল অপচয় করছে। বিডিও'র তৎপরতায় পানীয় জল অপচয় বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নিলেন। এরপরেও যদি কোন কেউ জল এইভাবে অপচয় করে তবে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান হিঙ্গল গঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলী।তিনি বলেন ,আমাদের কাছে পানীয় জল অপচয়ের করার খবর আসছিল ।সেইগুলো আমরা সার্ভে করে নিলাম। অন্যদিকে, কোন কোন বাড়িতে এখনো পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছায়নি সেটাও গিয়ে সরজমিনে খতিয়ে দেখলাম। তিনি জানান, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ৭৪ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছেন।

এসডিপিআইয়ের ডোমকল বিধানসভা কমিটি গঠিত হল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোটা দেশ জুড়ে চলছে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার অর্থাৎ এসডিপিআই এর দলীয় দায়িত্বশীল নির্বাচনের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ব্লকে চলছে কমিটি গঠন। মঙ্গলবার ডোমকলের রবীন্দ্র সদন মোড়ে রোহিনী লজে মুর্শিদাবাদের ডোমকল বিধানসভার এসডিপিআই এর কমিটি গঠন করা হয়।

এদিনের কমিটি গঠনে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই এর রাজ্য সাধারন সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম,দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম, জেলা সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান,মুর্শিদাবাদ জেলার ইলেকসেন ইনচার্জ আব্দুল করিম ,রাণীনগর ১ ব্লকের সভাপতি আব্দুল লতিফ সহ ডোমকল ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত প্রায় একশত প্রতিনিধিগণ।আগামী তিন বছর এই কমিটি ব্লকের দায়িত্ব পালন করবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।১৫ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।ডোমকল বিধানসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মিজানুর রহমান। সহ সভাপতি সাইফুদিন মন্ডল ও আব্দুল মনিম বিশ্বাস। সম্পাদক মাসাদুল হক,সহ সম্পাদক আনারুল হক ও আব্দুল মাতিন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন জিনারুল মণ্ডল।এসডিপিআই এর দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম তার বক্তব্যে আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক শক্তির ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ, মুর্শিদাবাদে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা নিয়ে মন্তব্য করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল ঘুরে দেখল এএসআইয়ের রায়গঞ্জ সার্কেল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল ঘুরে দেখলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ সার্কেল এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ সার্কেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডিং আর্কিওলজিস্ট হরি ওম শর্মার নেতৃত্বে চার সদস্যের দল এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের তিন সদস্য দলের যৌথ উদ্যোগে চলে এই পরিদর্শন।

মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর এবং কুশমন্ডি ব্লক ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাগুলো সরেজমিন ঘুরে দেখার পাশাপাশি এইসব এলাকাগুলোর আরকিওলজিকাল গুরুত্ব কতটা রয়েছে তা সরেজমিন তদন্ত করে দেখলেন প্রতিনিধিগণ। ঐতিহাসিক শ্রীমতি নদীর দুইপাশে ইতিহাসের যে সমস্ত নিদর্শনগুলো এখনো টিকে রয়েছে, মূলত সেইসব অবস্থানক্ষেত্রে এই অভিযান যৌথ উদ্যোগে চালানো হয়। এদিন জগদলা, সুরহর, মাহাতোর, ভেলাগাছি গ্রামের ঐতিহাসিক স্তুপগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুধাবন করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের পক্ষ থেকে সম্পাদক ড. নবকুমার দাস, সহ-সম্পাদক সূরজ দাশ এবং সক্রিয় কর্মী রামকৃষ্ণ মাহাতো এই যৌথ অভিযানে শামিল হয়েছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার বলেন, হরিরামপুর, কুশমন্ডি এবং ইটাহার ব্লকের যে সমস্ত ইতিহাস আশ্রিত জায়গাগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলো দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া দরকার এবং খননকার্য হওয়া প্রয়োজন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এতিম-অনাথ সাহায্যালয়ের উদ্যোগে জলসা ও শীতবস্ত্র বিলি

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার সুজাপুর ব্রহ্মোত্তর তালেব মৌলভী পাড়ায় ব্রহ্মোত্তর ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয়ের উদ্যোগে এক বিরাট ধর্মীয় জালসা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছরের মত এবছরও ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা রাফিকুল ইসলাম জাফারি, হাফেজ ক্বারী মৌলানা সাবির আহমেদ, মুফতি আব্দুল আজিম কাশেমী। এছাড়াও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদ বিরোধী দলনেতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল হান্নান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোসাররাফ হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাইফুল আলাম, শিক্ষক সাজেদ আলী, ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয়ের সম্পাদক আকতারুল হক, সভাপতি আহসানুজ জামান, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আকমাল হোসেন, ইয়ার মুহাম্মদ প্রমুখ।

আকতারুল হক জানান, আমরা এই সংস্থার উদ্যোগে সমাজসেবামূলক কাজে দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় এগারো বছর ধরে নিয়োজিত। আমাদের এতিম সাহায্যালয়ের পক্ষ থেকে সুজাপুর সহ বিভিন্ন এলাকার এতিম, দুস্থ অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করা। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা, অর্থের অভাবে যারা চিকিৎসা করাতে পারছেনা এবং কি বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করানোর জন্যেও রুগীদের পাশে দাঁড়ানো হয়।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com
গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭

https://bbinursing.com

Project of Amanat Foundation

ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

https://ashsheefahospital.com

Project of AshSheefa Group

মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM

(3Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ

ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

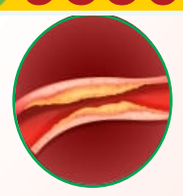
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

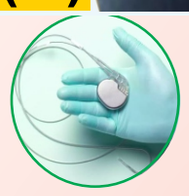
পেশমেকার

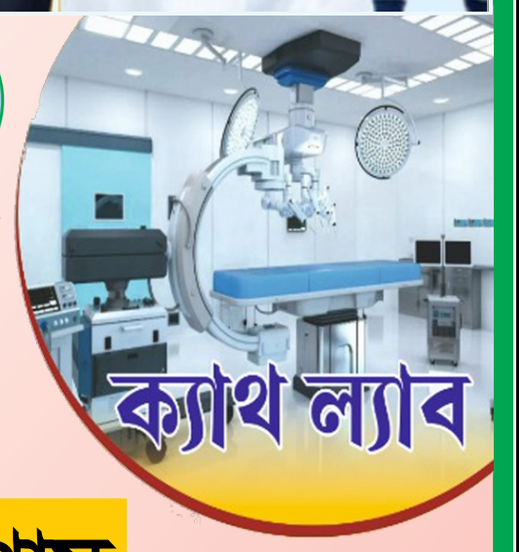

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

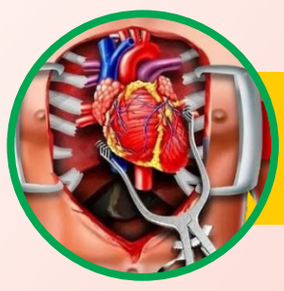

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

ছেলের বিপক্ষে মাঠে নামতে উন্মুখ ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ২১ বছরের পেশাদার ক্যারিয়ারে বহু কিংবদন্তির মুখোমুখি হয়েছেন অ্যাশলে ইয়াং। তবে এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে এমন এক খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন যা ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডারের স্বপ্ন। আর সেই খেলোয়াড় হচ্ছেন অ্যাশলেরই ছেলে টাইলার ইয়াং। আগামী ১১ জানুয়ারি ছেলের মুখোমুখি হবেন বাবা।
ম্যাচটি খেলতে নামতে তর সইতেছে না সিনিয়র ইয়াংয়ের। সামাজিক মাধ্যমে তাই ৩৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডর লিখেছেন, 'দুর্দান্ত... স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে।' সঙ্গে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন ইয়াং বনাম ইয়াং। বাবার দলের ঘরের মাঠ গুডিসন পার্কে সেদিন আতিথেয়তা নেবেন জুনিয়র ইয়াংয়ের দল পিটারবরো ইউনাইটেড। নিজ দলের হয়ে মাঝমাঠ সামলাবেন ১৮ বছর বয়সী টাইলার। তাকে প্রতিহত করতে মাঠে নামবেন ডিফেন্ডার বাবা অ্যাশলে। ১০ বছর ধরে আর্সেনালের যুব দলে খেলা টাইলার এ বছরই পিটারবরোতে যোগ দিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো দলের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি তিনি। বাবা-ছেলের দুর্দান্ত মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য সেদিন হয়তো অভিষেকও হতে পারে টাইলারের। অন্যদিকে ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে এসে পৌঁছেছেন অ্যাশলে। ২০০৩ সালে ওয়াটফোর্ড দিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করা ৩৯ বছর বয়সি ডিফেন্ডার গত বছর নাম লিখিয়েছেন এভারটনে। মাঝে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ইন্টার মিলানসহ দুই মেয়াদে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে রক্ষণভাগ সামলিয়েছেন। ২০০৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়েও মাঠ মাতিয়েছেন তিনি। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৭২৪ ম্যাচ। গোল করেছেন ৮৬ টি।

২৮ বলে সেঞ্চুরির পর এবার ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করলেন উর্বিল প্যাটেল

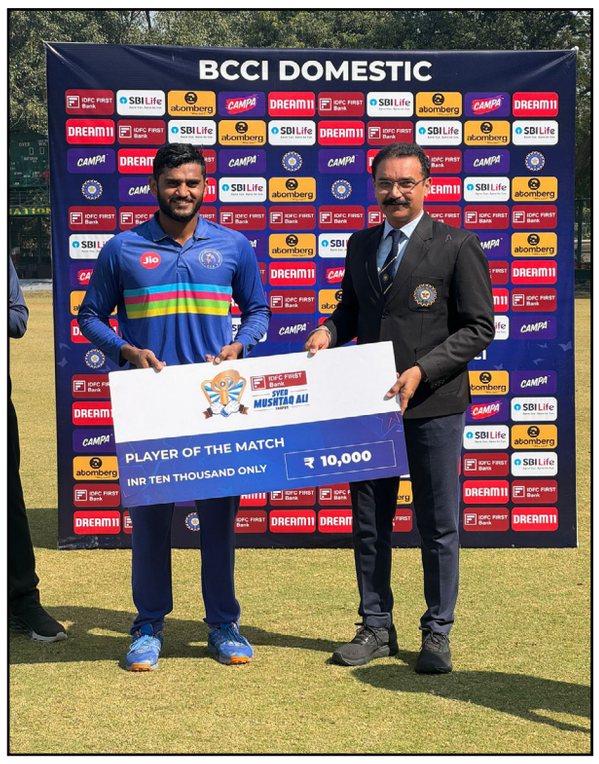

আপনজন ডেস্ক: এক সপ্তাহ আগেই রেকর্ড গড়লেন। করেছেন ২৮ বলে সেঞ্চুরি। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে করা সে সেঞ্চুরি ছিল টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় কোনো ব্যাটসম্যানের করা দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড।
একই টুর্নামেন্টে আজ আবারও সেঞ্চুরি করলেন উর্বিল প্যাটেল। গুজরাটের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এবার সেঞ্চুরি করেছেন ৩৬ বলে। উত্তরাখন্ডের বিপক্ষে খেলেছেন ৪১ বলে ১১৫ রানের অপরাজিত ইনিংস।
২৮ বলে সেঞ্চুরির দিনে ১২ টি ছক্কা মেরেছিলেন উর্বিল। আজ তাঁর ইনিংসে ছিল ১১টি ছক্কা ও ৭টি চার। তাঁর এই ইনিংসে উত্তরাখন্ডের ১৮২ রান ১৩.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে টপকে যায় গুজরাট। মুশতাক আলী ট্রফিতে এটি তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। তালিকার ২ নম্বরে আছে ঋষভ পন্তের ৩২ বলে সেঞ্চুরি। তিনি ২০১৮ সালে এই মুশতাক আলী ট্রফিতেই ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। সব মিলিয়ে স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি সাহিল চৌহানের।
ভারতীয় বংশোদ্ভূত চৌহান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেন এস্তোনিয়ার হয়ে। গত জুনে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন এস্তোনিয়ার মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান। তবে এক জায়গায় উর্বিল একটু বিশেষ। একমাত্র তাঁরই ৪০ বলের কম খেলে দুটি সেঞ্চুরি আছে।
মুশতাক ট্রফিতে এমন পারফর্ম করা উর্বিলই আইপিএল নিলামে দল পাননি। মাত্র ৩০ লাখ পাকা ভিত্তিমূল্যে থাকার পরও কোনো দলই ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেলের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। সেই আক্ষেপই যেন মাঠে ঝাড়ছেন তিনি।
২০২৩ সালে গুজরাট টাইটানস ২০ লাখ পাকাতে তাঁকে কিনেছিল। তবে ম্যাচ খেলার

মাঠে লুটিয়ে পড়া ইতালীয় ফুটবলারের জ্ঞান ফিরেছে, জানাল ক্লাব

আপনজন ডেস্ক: পরশু রাতে খেলতে খেলতে মাঠেই লুটিয়ে পড়েন ফিওরেন্তিনার তরুণ মিডফিল্ডার এদোয়ার্দো বোভ। অচেতন হয়ে যাওয়ার পর জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে বোভকে দেওয়া হচ্ছিল চিকিৎসা। তখন বলা হয়েছিল, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার বোভের শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে। এরপর গতকাল রাতে ফিওরেন্তিনার পক্ষ থেকে বোভের শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বোভের জ্ঞান ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা। বোভের শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়ে বিবৃতিতে ফিওরেন্তিনা বলেছে, 'ঘটনাহীন রাত শেষে সকালে বোভের চেতনা ফিরেছে

এবং তার শরীরে লাগানো টিউবগুলোও খুলে ফেলা হয়েছে। এখন সে জাগ্রত এবং ঠিক আছে।' ইতালিয়ান ক্লাবটি পরিবারের সঙ্গে বোভের কথা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে আরও বলেছে, 'সে তার পরিবার, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, কোচ ও সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলেছে। সুসংবাদ পাওয়ার পর তারা সবাই তাকে দেখার জন্য ছুটে গিয়েছিল। কী কারণে এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে সামনের দিনগুলোতে পরবর্তী টেস্টগুলো করা হবে।'
এর আগে পরশু রাতে ফিওরেন্তিনা-ইন্টার মিলান ম্যাচের ১৬ মিনিটে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন ২২ বছর বয়সী বোভ। তরুণ এই ফুটবলার মাঠে লুটিয়ে পড়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় খেলা এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্লোরেন্সের কারেজ্জি হাসপাতালে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, খেলার মধ্যেই মাঠে এক হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বোভ। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন হেঁটে সামনে যাওয়ার। কিন্তু কয়েক কদম যাওয়ার পর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মাঠেই। বোভকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে কাছে থাকা ইন্টার ও ফিওরেন্তিনার খেলোয়াড়েরাই তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক দলকে মাঠে আসার জন্য ডাক দেন। ম্যাচটিও আর হয়নি।

সাকিব এবার বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষাও দিলেন

আপনজন ডেস্ক: দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা তিনি। বল-ব্যাট হাতে তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন সমৃদ্ধ করেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটকেও। সাকিব আল হাসান হয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার।
মুদ্রার উল্টো দিকও আছে। নিষিদ্ধ-কাণ্ডে জড়িয়ে সাকিব আইসিসির বহিষ্কারাদেশ কাটিয়েছেন এক বছর। আওয়ামী লীগের টিকিটে সংসদ সদস্য হয়ে বিতর্কিত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আছে শেয়ারবাজারে নয়ছয়ের অভিযোগও। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নাম জড়িয়েছে হত্যা মামলায়।
এত ইতিবাচক আর নেতিবাচক অভিজ্ঞার পরও একটা বিষয় সাকিবের ছিল অজানা। কাল সেটাও হয়ে গেছে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের অদূরের লাফবরো ইউনিভার্সিটির মেডিকেল বিভাগে। সাকিবের কাছের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, সেখানকার বিশেষজ্ঞদের সামনে কাল বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিয়েছেন তিনি। পরীক্ষায় মোট চার ওভার বোলিং করা সাকিব আশাবাদী, তাঁর বোলিং অ্যাকশনে কোনো ত্রুটি ধরা পড়বে না।
সাকিবের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কাউন্টির চ্যাম্পিয়নশিপের ডিভিশন ওয়ান-এর একটি ম্যাচে। গত সেপ্টেম্বরে এই টুর্নামেন্টে সমারসেটের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি খেলেন সাকিব। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য ওই সময় সারের ৮ জন ক্রিকেটার ছিলেন না। সে কারণেই মাত্র ১ ম্যাচের জন্য সারে সাকিবকে দলে নিয়েছিল।
সাকিবকে তাঁর বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষা করাতে বলেছিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডভিডিও থেকে নেওয়া ২০১১-১২ মৌসুমের পর কাউন্টিতে সাকিবের প্রথম ম্যাচ ছিল সেটি। সারের ১১১ রানে হেরে যাওয়া টন্টনের সেই ম্যাচে দুই ইনিংসে ৬৩ ওভার বোলিং করে ৯ উইকেট নেন সাকিব। ওই ম্যাচের প্রায় দুই মাস পর গত মাসের শুরুতে জানা যায়, ওই সময়ে সাকিবের বোলিং অ্যাকশনে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ম্যাচের দুই আম্পায়ার।
২০০৬ সাল থেকে শুরু করে ৪৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্যারিয়ারে মোট ৭১২ উইকেট সাকিবের। কিন্তু ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক কোনো ক্রিকেটেই এর আগে তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। কাউন্টিতে সে প্রশ্ন ওঠার পর ধারণা করা হচ্ছিল, আঙুলের পুরোনো চোটের কারণেই সাকিবের কোনো ডেলিভারির অ্যাকশনে গড়বড় হয়ে থাকতে পারে।
সাকিবকে অবশ্য তখনই খেলা থেকে নিষিদ্ধ বা কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়নি। তবে ইসিবির অধীন যেকোনো ম্যাচ খেলতে হলে তাঁকে বোলিং অ্যাকশনের ছাড়পত্র নিয়েই খেলতে হবে। সে কারণেই ইসিবি অনুমোদিত লাফবরো ইউনিভার্সিটিতে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিলেন সাকিব।
টাইমসের চোখে টানা চারবার যুক্তরাজ্যের সেরা ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়
টাইমসের চোখে টানা চারবার যুক্তরাজ্যের সেরা ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ফেসবুক
সূত্র জানিয়েছে, অ্যাকশনের পরীক্ষায় সাকিব প্রথমে ৩ ওভার একটু জোরের ওপর বোলিং করেন। পরে গতি কমিয়ে বোলিং করেন আরও ১ ওভার। আগামী ৭ দিনের মধ্যে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষার ফল পেয়ে যাওয়ার কথা সাকিবের। ইংল্যান্ড থেকে আজ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরবেন তিনি।

প্রায় ৩ কোটি টাকায় বিক্রি হল ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন

আপনজন ডেস্ক: অনেকের চোখেই সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টেস্ট টুপি আজ নিলামে আড়াই লাখ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৯৯ লাখ ৭৩ হাজার টাকা) বিক্রি হয়েছে।
সংগ্রাহকদের চোখে, এটি ক্রিকেটের বিরল একখণ্ড ইতিহাস। সূর্যের তাপে রং চটে যাওয়া জীর্ণ এ টুপি প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো। 'পোকায় কাটা'র চিহ্নও আছে টুপিতে। অগ্রভাগে একটু ছিঁড়েও গেছে।
নিলাম প্রতিষ্ঠান বোনহ্যামস জানিয়েছে, ১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে এই টুপি পরেছিলেন ব্র্যাডম্যান। সেটি ছিল ঘরের মাঠে ব্র্যাডম্যানের শেষ টেস্ট সিরিজ।
ব্র্যাডম্যানের এই টুপি নিলামে ওঠার পর সেটির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১০ মিনিট। ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার দাম থেকে শুরু হয়েছিল নিলামের ডাক। শেষ পর্যন্ত ২ লাখ ৫০ হাজার ডলারে টুপিটি বিক্রি হয়ে যায়। ক্রেতার 'প্রিমিয়াম ফি'সহ টুপিটির মোট দাম ৩ লাখ ১০ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ কোটি ৭১ লাখ টাকা)।
ক্রেতার 'প্রিমিয়াম প্রাইস' হলো নিলামে স্মারকটি যে দামে বিক্রি হয়েছে, তার সঙ্গে 'কন্ট্যাক্ট প্রাইস'-এর মিলিত অঙ্ক। কন্ট্যাক্ট প্রাইস হলো স্মারকটি যিনি সরবরাহ করছেন, চুক্তিপত্রের অধীন তাঁকে যে দাম দেওয়া হয়।
সিডনিতে বোনহ্যামসের নিলামে ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপিটি এভাবে প্রদর্শন করা হয়
সিডনিতে বোনহ্যামসের নিলামে ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপিটি এভাবে প্রদর্শন করা হয়এএফপি
বোনহ্যামস জানিয়েছে, 'এটাই একমাত্র পরিচিত ব্যাগি গ্রিন', যা সেই সিরিজে পরেছিলেন ব্র্যাডম্যান। ৬ ইনিংসে ১৭৮.৭৫ গড়ে সেই সিরিজে ৭১৫ রান করেছিলেন টেস্টে অবিশ্বাস্য ৯৯.৯৪ ব্যাটিং গড়ের কিংবদন্তি।
টেস্ট অভিষেকের আগে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের গাঢ় সবুজ উলে বোনা এই টুপি উপহার দেওয়া হয়। এই টুপির প্রতি অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ও সমর্থকদের সম্মানবোধ প্রবল। পরতে পরতে এই টুপির রং যত চটে যায়, সম্মানবোধও তত বাড়ে।
ব্র্যাডম্যানের আরেকটি ব্যাগি গ্রিন টুপি নিলামে তোলা হয়েছিল ২০২০ সালে। সেটি ১৯২৮ সালে তাঁর টেস্ট অভিষেকের টুপি। ২ লাখ ৯০ হাজারে ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা) টুপিটি বিক্রি হয়েছিল।
২০২০ সালেই অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন তাঁর ব্যাগি গ্রিন টুপিটি দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তার জন্য নিলামে তুলেছিলেন। সেটি সাড়ে ৬ লাখ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি ৭৯ লাখ টাকা) বিক্রি হয়েছিল।
৫২ টেস্টে ৮০ ইনিংসে ৬৯৯৬ রান করে অবসরে যান ব্র্যাডম্যান। তাঁর ব্যাটিং গড় ক্রিকেটের অমর সংখ্যাগুলোর একটি। ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেনের বিচারে 'ভদ্রলোকের এই খেলা যাঁরা খেলেছেন, তাদের মধ্যে' সর্বকালের সেরা। ২০০১ সালে ৯২ বছর বয়সে মারা যান ব্র্যাডম্যান।

ফুটবলারদের ভোটে বছরের সেরা একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি-রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপ ছাড়লেও ইউরোপের পিছু ছাড়ছেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসি। ফুটবলের যেসব তালিকায় আগে শুধু ইউরোপে খেলা ফুটবলারদের দাপট দেখা যেত, সেখানে এখন মেসি-রোনাল্ডোও ঢুকে পড়ছেন অনায়াসে। এবার ফিফপ্রোর ২০২৪ সালের বিশ্ব একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায়ও পাওয়া গেল এ দুজনের উপস্থিতি। ২৬ জনের এ তালিকায় ইউরোপের বাইরে থেকে শুধু এ দুজনই জায়গা পেয়েছেন। ২০২৩ সালের জুনে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। এর আগে জানুয়ারিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে বিদায় জানিয়ে রোনাল্ডো যান সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে। ইউরোপ ছাড়ার পর অনেকেরই ধারণা ছিল, এ দুজন হয়তো ফুটবলের বড় পুরস্কারগুলোর তালিকায় আর জায়গা পাবেন না। নিজেদের সেরা সময় পেছনে ফেলে আসা এবং বয়সের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে ভাবনাটা একেবারের অযৌক্তিকও ছিল না। কিন্তু সেসব ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে এখনো বৈশ্বিক পুরস্কারগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছেন এ দুজন। কদিন আগে ফিফা দ্য বেস্টের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থেকে আলোচনায় এসেছিলেন মেসি। আর এবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশের তালিকায় পাওয়া গেল মেসি-রোনাল্ডো দুজনেরই উপস্থিতি। ফিফপ্রোকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয় এর ভোটিং-পদ্ধতির কারণে। এই একাদশ নির্বাচনে ভোট দেন ফুটবলাররাই। যেখানে সর্বোচ্চ ১৭ বার একাদশে জায়গা পেয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। আর পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো জায়গা পেয়েছেন ১৫ বার। ২০০৭ সাল থেকে মেসি প্রতিবারই এই একাদশে জায়গা পেয়েছেন। অন্যদিকে রোনাল্ডো ২০২২ ও ২০২৩ সালে এই একাদশে জায়গা না পাওয়ায় মেসির চেয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। এবারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পাওয়া ২৬ জনের ১১ জনই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের, যা কিনা যেকোনো লিগের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে এই ১১ জনের মধ্যে নেই চলতি মৌসুমে দারুণ ছন্দে থাকা মোহাম্মদ সালাহর নাম। গত মৌসুমের পারফরম্যান্সে কারণেই মূলত সালাহর এই বাদ পড়া। এই তালিকায় অবশ্য শুধু লিগজয়ী ম্যানচেস্টার সিটি থেকেই স্থান পেয়েছেন ৭ জন। তাঁরা হলেন এদেরসন, রুবেন দিয়াজ, কাইল ওয়াকার, রদ্রি, কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন ও আর্লিং হলান্ড। ক্লাব হিসেবে সিটির ওপরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগবিজয়ীদের মধ্যে থেকে ৮ জন জায়গা পেয়েছেন এ তালিকায়। যেখানে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র–দুজনই আছেন। ফিফপ্রোর বিশ্ব একাদশের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন যাঁরা:
গোলরক্ষক: এদেরসন, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ম্যানুয়াল নয়্যার।
ডিফেন্ডার: দানি কারভাহাল, রুবেন দিয়াজ, ভার্জিল ফন ডাইক, জেরেমি ফ্রিমপং, আন্তোনিও রুডিগার, উইলিয়াম সালিবা, কাইল ওয়াকার। মিডফিল্ডার: জুড বেলিংহাম, কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন, টনি ক্রুস, লুকা মদরিচ, জামাল মুসিয়ালা, রদ্রি, ফেদেরিকো ভালভের্দে।
ফরোয়ার্ড: আর্লিং হলান্ড, হ্যারি কেইন, কিলিয়ান এমবাপ্পে, লিওনেল মেসি, কোল পালমার, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, ভিনিসিয়ুস, জুনিয়র, লামিনে ইয়ামাল।

ওয়াশিংটন সুন্দর-এর বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে

আপনজন ডেস্ক: অফ-স্পিন বোলিং করা অল-রাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর ভারত একাদশে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং 6 ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেড-এ শুরু হওয়া গোলাপী-বলের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। BCCI-এর সূত্রে খবর TOI কে জানিয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় টেস্টে সুন্দরের অংশগ্রহণের 90% সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট পার্থে প্রথম টেস্টের জন্য অভিজ্ঞ অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার পরিবর্তে সুন্দরকে বেছে নিয়েছিল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাটিতে সুন্দরের টেস্টে ফিরে আসার পর থেকে, 11 উইকেট দখল করে অক্টোবরে পুনেতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে ১১৫ রান করে ভারত একাদশে নিয়মিতই রয়েছেন তিনি। সুন্দরকে সম্প্রতি IPL 2025 মেগা নিলামের সময় গুজরাট টাইটানস 3.2 কোটি পাকাতে কিনেছিল।

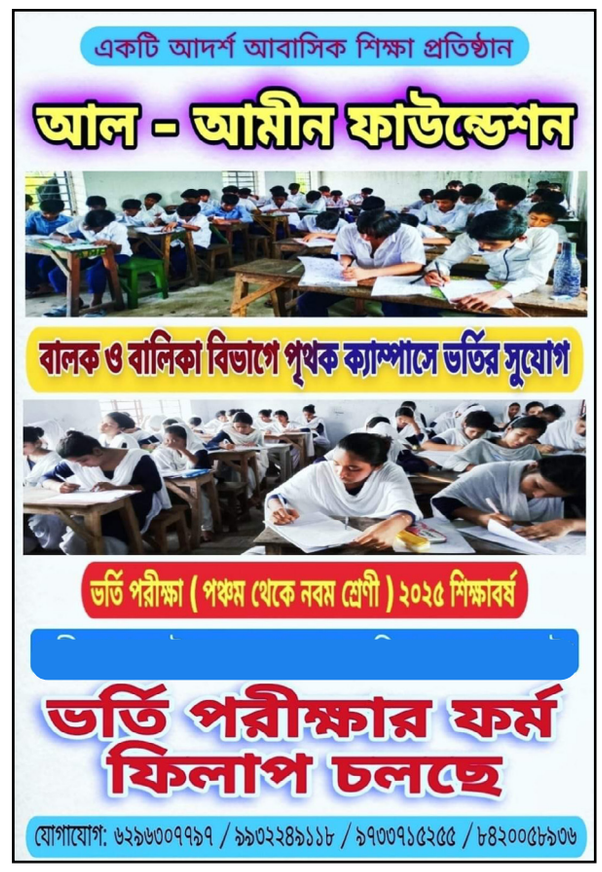

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**